কর্ম পদ্ধতি

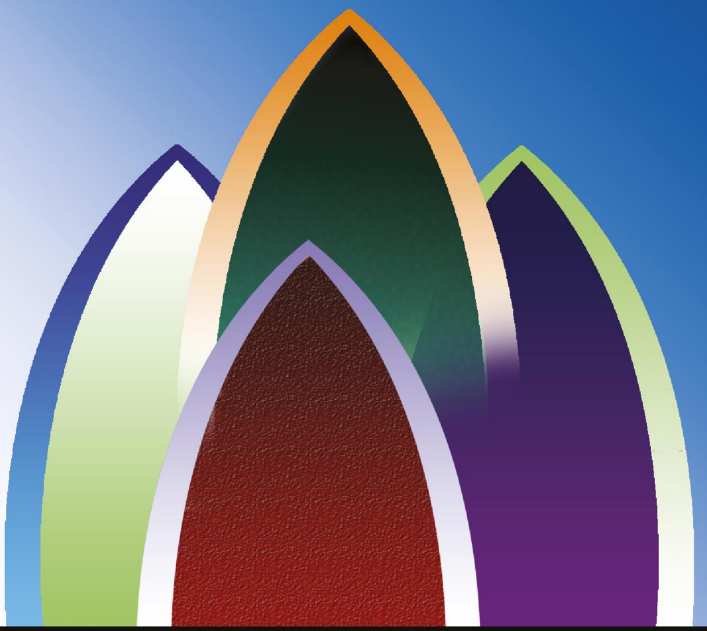

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কর্মপদ্ধতি

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কর্মপদ্ধতি

প্রকাশক
কেন্দ্রীয় কমিটি
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয়
দারুল ইমারত আহলেহাদীছ
নওদাপাড়া (আমচত্বর), বিমান বন্দর রোড, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৬০৫২৫; মোবাইল : ০১৭১৬-০৩৪৬২৫।

১ম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০১৫

৪র্থ প্রকাশ
আগষ্ট ২০১৯

মুদ্রণে
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী।

হাদিয়া
২৫ (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

Karmapaddhati (System of Work) : Published by the Central committee of **AHLE HADEETH ANDOLON BANGLADESH**. Head Office : Darul Imarat Ahle Hadeeth, Nawdapara (Aam chattar), Air port road, P.O. Sapura, Rajshahi. Ph. 0721-760525, Mob : 01716-034625. E-mail : ahlehadeethandolon@gmail.com. Web : www.ahlehadeethbd.org.

সূচীপত্র (المحتويات)

ভূমিকা ৫
চার দফা কর্মসূচী ও তার বাস্তবায়ন পদ্ধতি ৬

১ম দফা কর্মসূচী : তাবলীগ বা প্রচার ৬
(১) ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ও সম্প্রীতির মাধ্যমে অন্যদের নিকট সংগঠনের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া ৭
(২) প্রতিদিন বাদ এশা মহল্লার মসজিদে অনুবাদ সহ একটি হাদীছ শুনানো ৭
(৩) প্রতিদিন বাদ ফজর মুছল্লীদের সম্মুখে গ্রন্থপাঠ ৮
(৪) সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক ১০
(৫) সাপ্তাহিক পারিবারিক তা'লীম ১১
(৬) তাবলীগী সফরে গমন ও তাবলীগী ইজতেমায় যোগদান ১১
(৭) মাসিক তাবলীগী ইজতেমা ও বার্ষিক যেলা সম্মেলন ১৫
(৮) জুম'আর খুৎবা প্রদান করা ১৬
(৯) দরসে কুরআন/দরসে হাদীছ ১৬
(১০) কর্মী সম্মেলন, সুধী সমাবেশ, সেমিনার ও ওয়ায মাহফিলের আয়োজন করা ১৭
(১১) সংগঠনের প্রকাশনা সমূহ ব্যাপকভাবে প্রচার করা ১৮
(১২) বিবিধ ১৯

দ্বিতীয় দফা কর্মসূচী : তানযীম বা সংগঠন ২০
(১) প্রাথমিক সদস্য/সদস্যা সৃষ্টির পদ্ধতি ২০
প্রাথমিক সদস্য/সদস্যা হওয়ার যোগ্যতা ২১
প্রাথমিক সদস্য/সদস্যাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ২১
(২) সাধারণ পরিষদ সদস্য/সদস্যা হওয়ার যোগ্যতা ২২
সাধারণ পরিষদ সদস্য/সদস্যা স্তরে মান উন্নয়নের ধারা ও পদ্ধতি সমূহ ২২
সাধারণ পরিষদ সদস্য/সদস্যাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ২৩
(৩) কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য/সদস্যা হওয়ার যোগ্যতা ২৪

কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য/সদস্যা স্তরে মান উন্নয়নের ধারা ও পদ্ধতি সমূহ ২৫
কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য/সদস্যাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ২৫
বৈঠক সমূহ পরিচালনা পদ্ধতি ২৭

তৃতীয় দফা কর্মসূচী : তারবিয়াত বা প্রশিক্ষণ ২৭
(১) 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' প্রকাশিত ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন ২৮
(২) 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার' স্থাপন ২৮
(৩) প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ ৩০
(৪) নফল ইবাদত ৩৬
(৫) শিক্ষা সফর ৩৯
(৬) নিয়মিত 'ইহতিসাব' সংরক্ষণ ৪০
(৭) আত্মসমালোচনা ৪২

চতুর্থ দফা কর্মসূচী : তাজদীদে মিল্লাত বা সমাজ সংস্কার : ৪৩
(১) শিক্ষা সংস্কার ৪৪
(২) অর্থনৈতিক সংস্কার ৪৫
(৩) নেতৃত্বের সংস্কার ৪৬

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

ভূমিকা

একটি সংগঠন তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে যেসব পথ অবলম্বন করে, তাকে একসঙ্গে 'কর্মসূচী' বলে। আর সেই কর্মসূচী যে পন্থায় বাস্তবায়ন করা হয়, তাকে 'কর্মপদ্ধতি' বলে। অত্র বইয়ে 'গঠনতন্ত্রে' নির্দেশিত 'আন্দোলন'-এর চার দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের পদ্ধতিসমূহ সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বিশুদ্ধ ইসলাম প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারাবদ্ধ একটি সংস্কারবাদী ও মধ্যপন্থী ইসলামী আন্দোলন। সেকারণ এর কর্মপদ্ধতি সেভাবেই রচিত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ১৯৮১ সালের ২৮ ও ২৯শে মার্চ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় এডহক কমিটির সম্মেলনে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে প্রথম 'কর্মপদ্ধতি' গৃহীত হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সেটাই অনুসরণ করে আসছে। পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর বৃহত্তর জাতীয় সংগঠন হিসাবে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা লাভের পর তা পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত রূপে প্রকাশিত হয়। অতঃপর বর্তমানে 'আন্দোলন' 'যুবসংঘ' 'সোনামণি' ও 'মহিলাসংস্থা' সকলের জন্য স্ব স্ব ক্ষেত্রে অনুসরণীয় হিসাবে অত্র 'কর্মপদ্ধতি' অনুসৃত হবে।

পরিশেষে জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে এদেশে একটি শক্তিশালী ও গতিশীল সামাজিক আন্দোলন হিসাবে প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আল্লাহ কবুল করুন- এই দো'আ করে শেষ করছি।- আমীন! ইতি-

নওদাপাড়া, রাজশাহী
তাং ২৮শে আগষ্ট ২০১৯

বিনীত
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

চার দফা কর্মসূচী ও তার বাস্তবায়ন পদ্ধতি

১ম দফা কর্মসূচী

তাবলীগ বা প্রচার :

এ দফার করণীয় হ'ল, সর্বস্তরের মানুষের নিকট নির্ভেজাল তাওহীদ-এর দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া। যাবতীয় শিরক-বিদ'আত ও তাক্বলীদী ফির্কাবন্দীর বেড়াজাল থেকে মুক্ত হ'য়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও খোলা মনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী নিজেদের জীবন, পরিবার ও সমাজ গঠনে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা। তাদের মধ্যে ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান অর্জন এবং জীবনের সকল দিক ও বিভাগে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুশীলনের দায়িত্বানুভূতি সৃষ্টি করা।

এ দফার করণীয় :

(১) ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ও সম্প্রীতির মাধ্যমে অন্যদের নিকট সংগঠনের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া।

(২) প্রতিদিন বাদ এশা মহল্লার মসজিদে অনুবাদ সহ একটি হাদীছ শুনানো।

(৩) প্রতিদিন বাদ ফজর মুছল্লীদের সম্মুখে গ্রন্থ পাঠ।

(৪) সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক।

(৫) সাপ্তাহিক পারিবারিক তা'লীম।

(৬) তাবলীগী সফরে গমন ও তাবলীগী ইজতেমায় যোগদান।

(৭) মাসিক তাবলীগী ইজতেমা ও বার্ষিক যেলা সম্মেলন করা।

(৮) জুম'আর খুৎবা প্রদান।

(৯) কর্মী সম্মেলন, সুধী সমাবেশ, সেমিনার ও ওয়ায মাহফিলের আয়োজন করা।

(১০) সংগঠনের প্রকাশনা সমূহ ব্যাপকভাবে প্রচার করা।

(১১) বিবিধ।

প্রত্যেকটি কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(১) ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ও সম্প্রীতির মাধ্যমে অন্যদের নিকট সংগঠনের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া :

দাওয়াতী কাজে এটিই হ'ল সর্বোত্তম পন্থা। পরিচিত বন্ধুদের মাঝে সময় ও সুযোগ মতো বিশুদ্ধ দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিতে হবে। এক্ষেত্রে নিজের মহল্লা, কর্মস্থল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ছাত্রাবাস প্রভৃতিকে বেছে নিবেন। ছহীহ দলীল ভিত্তিক বক্তব্য, সুন্দর আচরণ, বিনয়ী চাল-চলন, নিরহংকার স্বভাব এবং সেবা ও সহমর্মিতা দিয়ে অন্যের হৃদয় জয় করা সম্ভব। সর্বোপরি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের খালেছ নিয়তে বন্ধুকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দিবেন এবং বিশ্বাস রাখবেন যে, হেদায়াতের মালিক আল্লাহ। এতে জনমনে নির্ভেজাল ইসলাম সম্পর্কে জানবার ও বুঝবার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। এসময় সংগঠনের বই, পত্রিকা, সিডি ও ইন্টারনেটে নেতৃবৃন্দের বক্তব্য সমূহ শোনার আবেদন জানাবেন। সম্ভব হলে বই ও সিডি হাদিয়া দিবেন।

(২) প্রতিদিন বাদ এশা মহল্লার মসজিদে অনুবাদ সহ একটি হাদীছ শুনানো :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, একটি আয়াত জানা থাকলেও তোমরা তা আমার পক্ষ থেকে লোকদের নিকট পৌঁছে দাও' *(বুখারী হা/৩৪৬১)*। অতএব পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক আন্দোলনের অগ্রগতিতে এটি একটি অতীব যরূরী পদক্ষেপ। এজন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করবেন।-

(ক) শাখার 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র কর্মীদের মধ্য থেকে বাছাই করে হাদীছ শুনানোর দায়িত্ব দিতে হবে। এজন্য মসজিদে সাপ্তাহিক নামের তালিকা টাঙিয়ে রাখা যেতে পারে।

(খ) সালাম ফিরানোর পর তাসবীহ পাঠ শেষে দাঁড়িয়ে সালাম দিয়ে মুছল্লীদের সামনে প্রথমে আলহামদুলিল্লাহি ওয়াহদাহ, ওয়াছছালাতু ওয়াসসালামু 'আলা মাল লা নাবিইয়া বা'দাহ; আম্মা বা'দ... বলে আরবীতে একটি ছহীহ হাদীছ পাঠ করবেন। অতঃপর তার অনুবাদ শুনাবেন। শেষে বলবেন, আল্লাহ আমাদেরকে উক্ত হাদীছের উপর পরিপূর্ণভাবে আমল করার তাওফীক দান করুন! -আমীন। অতঃপর সালাম দিয়ে বসবেন। এসময় মুছল্লীগণ সকলে 'আমীন' বলবেন ও সালামের জওয়াব দিবেন।

আরবীতে হাদীছ পড়তে না পারলে কেবল বাংলা অর্থটুকু দু'বার শুনাবেন। শুরুতে দাঁড়িয়ে সালাম দেওয়ার সাথে সাথে মুছল্লীগণ সরবে ওয়া 'আলাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ বলবেন। এছাড়া রাসূল (ছাঃ)-এর নাম শোনার সাথে সাথে সকলে সরবে ছল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলবেন। হাদীছ যিনি শুনাবেন ও যারা শুনবেন তারা উক্ত হাদীছ অনুযায়ী নিজেদের চরিত্র গঠনের প্রতিজ্ঞা রাখবেন।

হাদীছ শুনাবার সময় 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' প্রকাশিত 'হাদীছ সংকলন' বই থেকে এবং 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)'-এর মধ্যে বর্ণিত ছালাতের নিয়ম-পদ্ধতি, বিভিন্ন দো'আ ও শেষের যরূরী দো'আ সমূহ থেকে পাঠ করবেন। প্রয়োজনে যৎসামান্য ব্যাখ্যা দিবেন। যা সব মিলিয়ে তিন মিনিটের ঊর্ধ্বে হবে না।

(৩) প্রতিদিন বাদ ফজর মুছল্লীদের সম্মুখে গ্রন্থপাঠ :

এজন্য 'তাফসীরুল কুরআন', 'নবীদের কাহিনী-১, ২, ৩' অথবা 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' এবং প্রয়োজন অনুযায়ী 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' প্রকাশিত কোন বই থেকে মুছল্লীদের সম্মুখে ১০ মিনিট নিয়মিত পাঠ করে শুনানো।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচার মাধ্যম। বিশুদ্ধ ইলম কেবল বইয়ের মলাটের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াতেই নেকী রয়েছে এবং এর মধ্যেই সমাজ পরিবর্তনের বীজ নিহিত রয়েছে। কুরআনের বাণী ও তার বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা এবং 'নবীদের কাহিনী' ও তা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ জনমনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। ছালাতের উদ্দেশ্য ও তার বিশুদ্ধ তরীকা জানলে আল্লাহ্র নৈকট্য সন্ধানী বান্দাদের হৃদয় উদ্বেলিত হবে। ফজরের পর প্রশান্ত চিত্তে আল্লাহ ও তাঁর নিষ্পাপ রাসূলের বিশুদ্ধ বাণী সমূহ আল্লাহভীরু বান্দাকে আল্লাহ্র দিকে আকৃষ্ট করবে। জান্নাত থেকে পতিত আদম সন্তান জান্নাতে ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠবে।

প্রথমে আলহামদুলিল্লাহি ওয়াহদাহ, ওয়াছছালাতু ওয়াসসালামু 'আলা মাল লা নাবিইয়া বা'দাহ; আম্মা বা'দ... বলার পর সকলে পরিচালকের সাথে সূরা ফাতিহা, ইখলাছ, ফালাক্ব, নাস অথবা যেকোন ছোট একটি সূরা ছহীহ-শুদ্ধভাবে পাঠ করবেন। অতঃপর প্রথম দিন ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)-এর 'হে মুছল্লী! অনুধাবন করুন' অংশটি পাঠ করুন। পরের দিন 'তাফসীরুল কুরআনে'র প্রকাশকের নিবেদন, তার পরের দিন ভূমিকা, অতঃপর ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়

বক্সের মধ্যেকার আয়াতটি অনুবাদ সহ শুনাবেন। এরপর থেকে সূরা ফাতিহার তাফসীর শুরু করবেন। প্রতিদিন এক পৃষ্ঠা বা তার কিছু কম-বেশী পাঠ করবেন। একইভাবে 'নবীদের কাহিনী'-১ 'প্রকাশকের নিবেদন' পাঠ করবেন। পরের দিন 'ভূমিকা' তার পরদিন থেকে হযরত আদম (আঃ) হ'তে পাঠ শুরু করবেন। এভাবে নবীদের কাহিনী-১ ও ২ শেষ হ'লে নবীদের কাহিনী-৩ অর্থাৎ 'সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)' শুরু থেকে পড়তে আরম্ভ করবেন।

প্রতিদিন পাঠ শেষে নিম্নের দো'আগুলি সকলকে নিয়ে পড়বেন।-

তিন বার (ক) *'বিস্‌মিল্লা-হিল্লাযী লা-ইয়াযুর্‌রু মা'আসমিহী শাইয়ুন ফিল্ আর্‌যি ওয়া লা ফিসসামা-ই ওয়া হুওয়াস সামী'উল 'আলীম'* (আমি ঐ আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, যাঁর নামে শুরু করলে আসমান ও যমীনের কোন কিছুই কোনরূপ ক্ষতিসাধন করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি উক্ত দো'আ সকালে ও সন্ধ্যায় তিন বার করে পড়ে, কোন বালা-মুছীবত তাকে স্পর্শ করবে না'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'সন্ধ্যায় পড়লে সকাল পর্যন্ত এবং সকালে পড়লে সন্ধ্যা পর্যন্ত আকস্মিক কোন বিপদ তার উপরে আপতিত হবে না' *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৪ (ক) নং দো'আ)*।

(খ) *'আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস'আলুকা 'ইলমান নাফে'আ, ওয়া 'আমালাম মুতাক্বাব্বালা, ওয়া রিঝক্বান ত্বইয়েবা'* (হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে উপকারী ইলম, কবুলযোগ্য আমল ও পবিত্র রূযী প্রার্থনা করছি); *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৪ (গ) নং দো'আ)*।

(গ) *'আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূম ওয়া আতূবু ইলাইহে'* (আমি আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক এবং আমি তাঁর দিকেই ফিরে যাচ্ছি (বা তওবা করছি); *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২০ (১) নং দো'আ)*।

(ঘ) সবশেষে মজলিস ভঙ্গের দো'আ, *'সুবহা-নাকাল্ল-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক'* (মহা পবিত্র তুমি হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি

এবং তোমার দিকেই ফিরে যাচ্ছি (বা তওবা করছি) *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৫ নং দো'আ)*। অতঃপর পরিচালক সবার উদ্দেশ্যে সালাম দিবেন এবং শ্রোতাগণ সরবে সালামের জবাব দিবেন। মাঝে-মধ্যে দো'আগুলি পৃথক পৃথকভাবে নিজেরা পড়বেন। যদি মসজিদে পাঠের সুযোগ না থাকে, তাহ'লে নিজে বাড়ীতে পাঠ করবেন।

(৪) সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক :

মানুষের আক্বীদা ও আমল সংশোধন এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে 'সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক' একটি অত্যন্ত কার্যকর পদক্ষেপ। প্রত্যেক কর্মী এই বৈঠকে নিয়মিত যোগদান করবেন এবং প্রত্যেকে কমপক্ষে একজনকে এই বৈঠকে নিয়ে আসবেন।

তা'লীমী বৈঠকের অনুষ্ঠান সূচী নিম্নরূপ।-

(ক) প্রথমে সকলে সূরা ফাতিহা ইখলাছ, ফালাক্ব, নাস বা যেকোন একটি ছোট সূরা ছহীহ-শুদ্ধভাবে পরিচালকের সাথে পাঠ করবেন। অতঃপর 'আরবী ক্বায়েদা' অবলম্বনে মাখরাজ সহ বিশুদ্ধ তেলাওয়াত মাশ্ক্ব করবেন।

(খ) 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বই থেকে ধারাবাহিক পাঠ ও অর্থসহ দো'আ সমূহ শিক্ষা।

(গ) 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত কোন একটি বই থেকে পূর্ব নির্ধারিত অংশ অথবা সংগঠনের 'পরিচিতি', আত-তাহরীকের সম্পাদকীয় অথবা 'প্রচারপত্র' থেকে সামষ্টিক পাঠ ও পর্যালোচনা।

(ঘ) প্রশ্নোত্তর; বৈঠকী দান ও সম্ভব হ'লে ছালাতের বাস্তব প্রশিক্ষণ। এতে আত-তাহরীক প্রশ্নোত্তর ছাড়াও উপস্থিত প্রশ্নোত্তর থাকতে পারে।

তা'লীমী বৈঠকের সময়সীমা দু'ঘণ্টা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। 'আন্দোলন' 'যুবসংঘ' 'সোনামণি' ও সাধারণ শ্রোতাগণ এতে যোগদান করবেন। পর্দার ব্যবস্থা থাকলে 'মহিলাসংস্থা'র কর্মীরাও যোগদান করতে পারবেন। অতঃপর মজলিস ভঙ্গের দো'আ পাঠের মাধ্যমে বৈঠক শেষ করবেন।

'মহিলাসংস্থা'র দায়িত্বশীলগণ নিজ বাড়ীতে বা সুবিধা মত স্থানে উক্ত তা'লীমী বৈঠক চালাতে পারেন। যেখানে প্রতিবেশী মা-বোনদেরকে জমা করবেন। বৈঠকের শেষে 'বৈঠকী দান' দিবেন। যা দিয়ে সংগঠনের বই কিনবেন। অথবা 'আন্দোলন'-এর বায়তুল মাল ফাণ্ডে প্রদান করবেন।

(৫) সাপ্তাহিক পারিবারিক তা'লীম :

আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও' *(তাহরীম ৬৬/৬)*। সেকারণ পিতা, স্বামী বা পরিবার প্রধানের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হ'ল পরিবারকে বিশুদ্ধ ইসলামী পরিবারে পরিণত করা। এজন্য করণীয় সমূহ নিম্নরূপ :

পরিবারের সদস্যদেরকে সপ্তাহে একদিন একত্রে বসিয়ে প্রথমে ৪ ধারায় বর্ণিত সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকের ক, খ ও গ উপধারা অনুসরণ করবেন। অতঃপর সম্ভব হ'লে 'ছালাতের বাস্তব প্রশিক্ষণ' দিবেন। 'বৈঠকী দান' জমা করে 'পারিবারিক লাইব্রেরী'র জন্য বই ও অন্যান্য প্রচার সামগ্রী কিনবেন। অথবা মৃত নিকটাত্মীয়দের নামে সংগঠনের বই বিতরণ প্রকল্পে দান করবেন। কেন্দ্রের নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যান্য সমাজসেবা মূলক কাজেও ব্যয় করা যাবে।

এতদ্ব্যতীত পরিবারের সদস্যগণ (ক) দৈনিক সকালে অন্ততঃ দু'পৃষ্ঠা কুরআন তেলাওয়াত করবেন। (খ) কমপক্ষে ২টি আয়াতের তাফসীর অথবা ১টি হাদীছ ব্যাখ্যাসহ পাঠ করবেন। (গ) কমপক্ষে ৫ পৃষ্ঠা সাংগঠনিক বই অধ্যয়ন করবেন। (ঘ) পবিত্র কুরআন থেকে দৈনিক কিছু মুখস্থ করবেন অথবা মুখস্থ পড়বেন।

(৬) তাবলীগী সফরে গমন ও তাবলীগী ইজতেমায় যোগদান : এটি সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক এক বা একাধিক দিনের জন্য হ'তে পারে। এই সফরে একজন কর্মী সংসারের ঝামেলা মুক্ত হয়ে একনিষ্ঠ মনে কিছু শিখবার সুযোগ পান। এখানে তিনি ইসলামী আদব-কায়দার বাস্তব প্রশিক্ষণ লাভ করেন। 'সামষ্টিক পাঠে'র মাধ্যমে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। বক্তৃতার অভ্যাস গড়ে ওঠে। নফল ইবাদত, অর্থসহ দো'আ-দরূদ শিক্ষা, তাসবীহ তেলাওয়াত ও বিশেষ করে তাহাজ্জুদের অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে তার মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ ঘটে।

কর্মীগণ নিজ খরচে এক বা একাধিক দিনের জন্য পার্শ্ববর্তী এলাকায় বা দূরে তাবলীগে বের হবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন এলাকায় তাবলীগী কাফেলা প্রেরণ করতেন। এই তাবলীগী সফর নিজের জন্য যেমন বাস্তব অভিজ্ঞতার সঞ্চার করে, তেমনি মনের মধ্যে ত্যাগের অনুভূতি সৃষ্টি হয়। যা ছাহাবায়ে কেরামের অতুলনীয় ত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন-

(ক) ৪র্থ হিজরীর ছফর মাসে প্রতারণার মাধ্যমে ৭০ জনের তাবলীগী কাফেলার সবাইকে হত্যা করা হয়। কেবল একজন বেঁচে যান। উক্ত দলের প্রতিনিধি হারাম বিন মিলহানকে যখন পিছন থেকে বর্শা বিদ্ধ করা হয়, তখন তিনি নিজ দেহের ফিনকি দেওয়া রক্ত দেখে বলে উঠেছিলেন, اَللهُ أَكْبَرُ، فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ 'আল্লাহু আকবর! কা'বার রবের কসম! আমি সফল হয়েছি' *(বুখারী হা/২৮০১, ৪০৯১, ৪০৯২)*। অতঃপর তিনি শহীদ হয়ে যান। যেটি বি'রে মাঊনা-র ঘটনা হিসাবে প্রসিদ্ধ। (খ) একই মাসে ১০ জনের তাবলীগী কাফেলাকে প্রতারণার মাধ্যমে হত্যা করা হয়। যা রাজী'-এর ঘটনা হিসাবে প্রসিদ্ধ। এই দলের প্রখ্যাত ছাহাবী খোবায়েবকে শূলে বিদ্ধ করে হত্যা করার সময় তাঁর পঠিত কবিতার বিশেষ দু'টি লাইন ছিল নিম্নরূপ,

وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا + عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ فِي اللهِ مَصْرَعِي

وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلَهِ وَإِنْ يَّشَأْ + يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُّمَزَّعِ

'আমি যখন মুসলিম হিসাবে নিহত হই তখন আমি কোন পরোয়া করি না যে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য আমাকে কোন্ পার্শ্বে শোয়ানো হচ্ছে'। 'আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই আমার মৃত্যু হচ্ছে। তিনি চাইলে আমার দেহের খণ্ডিত টুকরা সমূহে বরকত দান করবেন' *(বুখারী হা/৩০৪৫, ৩৯৮৯)*।

অন্যজন যায়েদ বিন দাছেনাকে হত্যার পূর্বে কুরায়েশ নেতা আবু সুফিয়ান তাকে বললেন, তুমি কি এটাতে খুশী হবে যে, তোমার স্থলে আমরা মুহাম্মাদকে হত্যা করি এবং তুমি তোমার পরিবার সহ বেঁচে থাকবে? জবাবে তিনি বলেন, لاَ وَاللهِ الْعَظِيمِ مَا أُحِبُّ أَنْ يَّفْدِيَنِي بِشَوْكَةٍ يُشَاكَهَا فِي قَدَمِهِ 'কখনোই না। মহান আল্লাহ্র কসম! আমি চাই না যে, আমার স্থলে তাঁর পায়ে একটি কাঁটাও বিঁধুক'! উভয় ঘটনায় রাসূল (ছাঃ) উক্ত হত্যাকারী গোত্র সমূহের বিরুদ্ধে একমাস যাবৎ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে বদদো'আ করে কুনূতে নাযেলাহ পাঠ করেন *(সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৩৯১-৯৪ পৃ.)*।

এত বড় মর্মান্তিক ঘটনার পরেও ছাহাবায়ে কেরাম দাওয়াত ও তাবলীগ থেকে পিছু হটেননি বা কারু প্রতি কোনরূপ অভিযোগ করেননি। আমাদেরকেও একই ত্যাগের মনোভাব নিয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র দাওয়াতী কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে।

কেবলমাত্র আল্লাহ্কে রাযী-খুশী করার জন্য ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাবলীগে বের হ'তে পারলে নিজের সকল কাজে এখলাছ পয়দা হয়। যা অন্যের মনেও রেখাপাত করে। এটি দাওয়াতী অঙ্গনে প্রশিক্ষণ গ্রহণের অনন্য সুযোগও বটে। সব সময় মনে রাখতে হবে যে, আমার সবকিছুই আল্লাহ দেখছেন ও শুনছেন। এমনকি আমার দেহ চর্ম এবং পায়ের তলার মাটিও একদিন আমার কর্মের সাক্ষ্য দিবে। অতএব আমার সব কাজই আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য হ'তে হবে। যেকোন বিপদাপদ ও কষ্ট সমূহ আল্লাহ্র পরীক্ষা হিসাবে হাসিমুখে বরণ করে নিতে হবে। বিশুদ্ধ নিয়ত ও বিশুদ্ধ আমলের কারণে এরূপ সফরে স্বাভাবিক মৃত্যু হ'লেও তাতে তাবূক অভিযানে মৃত্যুবরণকারী যুবক যুল-বিজাদায়েন-এর মত শহীদী মৃত্যুর আশা করা যায় *(সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৬০১ পৃ.)*।

(গ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) এক সফরে বের হয়ে কিছুদুর যেতেই খবর পান যে, তার ছোটভাই অথবা মেয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। খবর শুনে তিনি ইন্নালিল্লাহ... পাঠ করেন। অতঃপর রাস্তার পাশে গিয়ে উট বসান। অতঃপর দু' রাক'আত ছালাত আদায় করেন ও দীর্ঘক্ষণ বসে দো'আ করেন। অতঃপর উঠে বাহনের দিকে চলতে থাকেন ও তেলাওয়াত করেন, وَاسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ 'তোমরা ছালাত ও ছবরের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর' *(বাক্বারাহ ২/৪৫; কুরতুবী, ইবনু কাছীর, তাফসীর উক্ত আয়াত)*। অথচ তিনি ফিরে যাননি। অত্র ঘটনায় আল্লাহ্র পথের দাঈদের জন্য উত্তম উপদেশ নিহিত রয়েছে।

এ দফার করণীয় :

(১) তাবলীগী সফর দিনব্যাপী বা তদূর্ধ্ব টানা কয়েকদিন হ'তে পারে।

(২) সম্পূর্ণ নিজ খরচে সফর করবেন। তবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে কেউ কারু ব্যয়ভার বহন করতে পারেন। বাধ্যগত অবস্থায় কাউকে শাখার পক্ষ হ'তে খরচ দেওয়া যাবে। সাংগঠনিক সফরে অধঃস্তন সংগঠন ব্যয়ভার বহন করবে।

(৩) কমপক্ষে দু'জনের একটি কাফেলার জন্য একজন 'আমীর' থাকবেন। সর্বদা আমীরের আদেশ মেনে চলবেন। সফরে উত্তম সাথী রাখা বাঞ্ছনীয়। এ সময় সংগঠনের বই বা পত্রিকা পাঠ করা ও পরস্পরে আখেরাতের আলোচনা করা আবশ্যক।

(৪) তাবলীগে বের হবার আগে নিজের মধ্যে এখলাছ পয়দা করতে হবে। কেবল আল্লাহকে রাযী-খুশী করার জন্য নিয়তকে পরিশুদ্ধ করে নিতে হবে। নিজেকে সবসময় আল্লাহ্র পথের দাঈ এবং একজন শিক্ষার্থী হিসাবে ভাবতে হবে।

(৫) তাবলীগী সফরে কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ নোট ২০১৩ ও ২০১৪ এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণ নোট সমূহ পড়বেন ও আলোচনা করবেন।

তাবলীগী সফরে বক্তৃতা একটি অন্যতম উপকারী বিষয়। বিভিন্ন মজলিসে 'আমীর' নিজে বক্তব্য রাখবেন ও সঙ্গীদের বক্তব্য রাখতে উদ্বুদ্ধ করবেন। নির্দিষ্ট বিষয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বক্তা তার বক্তৃতা শেষ করবেন। এ ব্যাপারে অবশ্যই তিনি শ্রোতাদের রুচি ও যোগ্যতার প্রতি খেয়াল রাখবেন। সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, শ্রোতার মনস্তুষ্টি নয়, বরং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাছিলের উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে বক্তৃতা হবে। এজন্য সংগঠনের বই ও পত্রিকা অনুসরণ করবেন।

*** মুবাল্লিগদের প্রতি হেদায়াত-**

(১) ব্যবহারে অমায়িক হবেন (২) কথা কম বলবেন (৩) সর্বদা হাসিমুখে থাকবেন (৪) অহেতুক তর্ক পরিহার করবেন (৫) সর্বদা দ্বীনী আলাপে থাকবেন (৬) সুযোগ পেলেই তসবীহ পাঠ করবেন (৭) রাস্তায় চলার সময় আমীরের আগে আগে চলবেন না। যাতে নেকী নেই, সেরূপ কথা বলবেন না ও সেরূপ কাজ করবেন না। প্রয়োজন ছাড়া ডাইনে-বামে তাকাবেন না। সম্মুখে নযর রেখে নিম্নমুখী হয়ে চলবেন। আমীরের অনুমতি ছাড়া কোথাও যাবেন না (৮) আলেমদের সম্মান করবেন। তাদের কাছ থেকে উপদেশ ও দো'আ নিবেন। (৯) নিজের কাজ নিজে করবেন (১০) প্রত্যেকেই পরস্পরের সুবিধা-অসুবিধার দিকে নযর রাখবেন ও পরস্পরকে সাহায্য করবেন (১১) নিজের জন্য যা ভালবাসেন, অপরের জন্য তা ভালবাসবেন (১২) বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করবেন (১৩) রাস্তার কষ্ট দূর করবেন। পানির ট্যাপ খোলা থাকলে বন্ধ করবেন। অধিক ছওয়াব হাছিলের যে কোন সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেন এবং এ ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করবেন (১৪) বড়দের প্রতি সম্মান ও ছোটদের প্রতি স্নেহ রাখবেন। (১৫) রাত্রিতে তাহাজ্জুদ পড়বেন ও আল্লাহ্র নিকটে কান্নাকাটি করবেন।

*** তাবলীগী পরিকল্পনা তৈরী :** সংগঠনের সর্বস্তরের প্রচার সম্পাদকগণ তাবলীগী সফরের খসড়া পরিকল্পনা তৈরী করবেন। অতঃপর কর্মপরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে তা বাস্তবায়ন করবেন। মহল্লা বা এলাকার গুরুত্ব বুঝে সেখানে একাধিকবার সফর করবেন। তাবলীগী সফরে সংশ্লিষ্ট এলাকায় সাংগঠনিক ধারা সৃষ্টির একটি পরিকল্পনা থাকতে হবে। উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী হ'লে সেখানে সংগঠনের শাখা গঠন করবেন। 'শাখা' হৌক বা না হৌক সর্বত্র দাওয়াত পৌঁছাতে হবে। যেন ক্বিয়ামতের দিন কেউ আল্লাহ্র নিকটে বলতে না পারে যে, আমরা দাওয়াত পাইনি। আর আল্লাহ যেন আমাদেরকে পাকড়াও না করেন দাওয়াত না দেওয়ার জন্য।

(৭) মাসিক তাবলীগী ইজতেমা ও বার্ষিক যেলা সম্মেলন :

(ক) **মাসিক তাবলীগী ইজতেমা :** এলাকা ও যেলা সংগঠন নিয়মিত মাসিক তাবলীগী ইজতেমা করবে। মাসের একটি নির্দিষ্ট দিনে আছর থেকে এশা অথবা ফজর পর্যন্ত সময়ের জন্যে সম্পূর্ণ নিজ খরচে এ তাবলীগী ইজতেমা হবে। ইজতেমা প্রশিক্ষণমূলক হবে। সকলের বোধগম্য ভাষায় সহজ-সরলভাবে ইসলামের বিশুদ্ধ আক্বীদা ও বুনিয়াদী বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পেশ করতে হবে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের হালাল-হারাম ও প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল দরদের সাথে শিক্ষা দিতে হবে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?' এবং 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' নিয়মিত পাঠ্য থাকবে। খানা-পিনা, চলা-ফেরা, পেশাব-পায়খানা, নিদ্রা ও নৈশ ইবাদত সবকিছুই ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক হবে। পরস্পরের সেবা ও সহমর্মিতায় ইজতেমাকে ঈমানের আলোকে আলোকিত করে তুলতে হবে।

(খ) **বার্ষিক যেলা সম্মেলন :** উপযেলা বা যেলা সংগঠন বছরে একবার বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করবে। প্রসিদ্ধ কোন স্থানের কোন উন্মুক্ত ময়দানে সম্মেলন হওয়া বাঞ্ছনীয়। এতে বাহির থেকে সংগঠনের ভাল বক্তা আনা যেতে পারে। যিনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'কে ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন। বক্তা নির্বাচনে ঊর্ধ্বতন সংগঠনের পরামর্শ নিতে হবে। সম্মেলনের আগে বা পরে ঊর্ধ্বতন সংগঠনের সভাপতি বা তাঁর প্রতিনিধি স্থানীয় দায়িত্বশীল কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করবেন। সেখানে আন্দোলনের অগ্রগতির বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা হবে। অতঃপর তিনি প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দান করবেন।

(গ) **বার্ষিক কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমা :**

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে 'আমীরে জামা'আত'-এর সভাপতিত্বে দু'দিন ব্যাপী বার্ষিক কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমা হবে। যেখানে 'আন্দোলন' 'যুবসংঘ' 'সোনামণি' ও 'মহিলাসংস্থা'র সকল স্তরের কর্মী-সমর্থক, উপদেষ্টা ও সুধীগণ অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সমমনা ভাই-বোনদেরকে ইজতেমায় নিয়ে আসার জন্য প্রত্যেকে সচেষ্ট হবেন। প্রয়োজনে নিজের খরচে আরেকজনকে আনবেন নেকীর উদ্দেশ্যে। এই ইজতেমা 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রে অথবা রাজধানী শহরে কিংবা সুবিধামত বড় কোন স্থানে হবে। এতে দেশ ও বিদেশের খ্যাতনামা আহলেহাদীছ বিদ্বানদের দাওয়াত দিতে হবে। এর যাবতীয় ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রকে গ্রহণ করতে হবে। এই ইজতেমাকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর দাওয়াত দেশব্যাপী এবং আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। দাওয়াত ও তাবলীগের এই বিশাল অনুষ্ঠানকে পরকালীন পাথেয় হাছিলের এবং বিপুল নেকী অর্জনের অসীলা হিসাবে সানন্দে বরণ করে নিতে হবে। ইজতেমা ময়দানে পূর্ণ ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্য ও আখেরাতমুখী পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। সর্বদা নিজের উপরে অন্যকে প্রাধান্য দিতে হবে।

(৮) জুম'আর খুৎবা প্রদান করা :

প্রথমে এলাকার সমস্যাবলী জেনে নিবেন। অতঃপর সতর্কতার সাথে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সংক্ষিপ্ত খুৎবা দিবেন। মানুষকে আখেরাতমুখী করা এবং স্ব স্ব আমল সমূহকে ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিশুদ্ধ করে নেবার প্রতি এবং জামা'আতবদ্ধ জীবনের প্রতি মুছল্লীদের উদ্বুদ্ধ করবেন। অতঃপর সম্ভব হ'লে ছালাত শেষে সালাম দিয়ে দাঁড়িয়ে মুছল্লীদের নিকট সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী ব্যাখ্যা করে দাওয়াত দেওয়া যেতে পারে।

(৯) **দরসে কুরআন/দরসে হাদীছ :** কোথাও গিয়ে ইমামতি করলে সুযোগ মত সেখানে সংক্ষিপ্ত দরস প্রদান করা আবশ্যক। দরসে কুরআন বা খুৎবার জন্য বাছাইকৃত সূরা বা আয়াত সমূহ : **(১)** সূরা **আছর**, **(২)** সূরা **তাকাছুর**, **(৩)** সূরা **বাক্বারাহ** ২/২১৩, **(৪)** সূরা **আলে ইমরান** ৩/১৯, ৮৫ ও ১৩২-৩৩, **(৫)** সূরা **নিসা** ৪/৫৯ ও ৬৫, **(৬)** সূরা **মায়েদাহ** ৫/৩ (আল-ইয়াওমা...), **(৭)** সূরা

ইউসুফ ১২/১০৮, **(৮)** সূরা **নাহল** ১৬/৬৪, **(৯)** বনু **ইস্রাঈল** ১৭/২৩-২৪ ও ৭০-৭২, **(১০)** সূরা **কাহফ** ১৮/২৯, ৪৯ ও ১১০, **(১১)** সূরা **ত্বোয়াহা** ২০/১২৪-২৬ ও ১৩১-৩২, **(১২)** সূরা **হজ্জ** ২২/২৩-২৪, **(১৩)** সূরা **ফুরক্বান** ২৫/২৭-৩০, **(১৪)** সূরা **আহযাব** ৩৩/২১, ৩৬ ও ৬৬-৬৭, **(১৫)** সূরা **শূরা** ৪২/১৩ **(১৬)** সূরা **যারিয়াত** ৫১/৫৬-৫৮, **(১৭)** সূরা **হাদীদ** ৫৭/২০-২১, **(১৮)** সূরা **হাশর** ৫৯/৭ (ওয়া মা আ-তা-কুমুর রাসূলু...), **(১৯)** সূরা **ছফ** ৬১/৪, ১০-১৩, **(২০)** সূরা **তাহরীম** ৬৬/৬ আয়াত। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য প্রয়োজনীয় আয়াত সমূহ।

দরসে হাদীছের জন্য : **(১)** আ-মুরুকুম বিখামসিন বিল-জামা'আতে... *(স্থায়ী কর্মসূচী ১৩ পৃ.; সেই সঙ্গে ফিরক্বা নাজিয়াহ বইয়ের 'বৈশিষ্ট্য'-৭ দ্রঃ)*। **(২)** ইত্তাকুল্লাহা রব্বাকুম... *(ফিরক্বা নাজিয়াহ 'বৈশিষ্ট্য'-৪)*। **(৩)** **'শারঈ ইমারত'** বইয়ের 'আমীর নিযুক্ত করা কি যরূরী?' অধ্যায়ের **১** ও ৪ নং হাদীছ *(২৪ ও ২৬ পৃ.)*। **(৪)** 'জিহাদ ও ক্বিতাল' বইয়ের ২য় ভাগ (খ) পৃ. ৪৪ এবং 'মুমিনের করণীয়' অধ্যায় পৃ. ৬৩। **(৫)** 'মৃত্যুকে স্মরণ' বইয়ের **১**ম হাদীছ। **(৬)** 'ফিরক্বা নাজিয়াহ' বইয়ের **১**ম হাদীছ *(পৃ. ৫)*। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য প্রয়োজনীয় হাদীছ সমূহ। এজন্য 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' প্রকাশিত জুম'আর খুৎবা ও বক্তৃতা সমূহের সিডি, পত্রিকা ও বইসমূহ অনুসরণ করবেন।

(১০) কর্মী সম্মেলন, সুধী সমাবেশ, সেমিনার ও ওয়ায মাহফিলের আয়োজন করা :

(ক) কর্মী সম্মেলন : 'আন্দোলন' 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি' স্ব স্ব উদ্যোগে বার্ষিক কর্মী সম্মেলন করবে। সেখানে সর্বস্তরের দায়িত্বশীল কর্মী ও সুধীগণ যোগদান করবেন। এসব সম্মেলনে আমীরে জামা'আত বা তাঁর প্রতিনিধি অবশ্যই যোগদান করবেন।

(খ) সুধী সমাবেশ : আমীরে জামা'আতের অনুমোদন সাপেক্ষে বছরের যেকোন সময় দেশের বিভিন্ন স্থানে 'আন্দোলন' অথবা 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে 'সুধী সমাবেশ'-এর আয়োজন করা যাবে।

(গ) সেমিনার : এটি সুধী মহলে 'আন্দোলন'-এর দাওয়াত পৌঁছানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। দারুল ইমারতের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে রাজধানী, যেলা বা উপযেলা শহরে সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য কোন হল বা মিলনায়তনে সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। অনুমোদনের জন্য সেমিনারের বিষয়বস্তু ও

অনুষ্ঠানসূচী অন্ততঃ এক মাস পূর্বে কেন্দ্রে পাঠাতে হবে। সেই সাথে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কেন্দ্রকে পূর্ণভাবে অবহিত করতে হবে।

সেমিনারে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের বিভিন্ন দিকের উপর একাধিক বক্তা লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করবেন অথবা সংগঠনের একটি বইয়ের উপর বক্তৃতা পেশ করবেন। যাতে সুধীগণ বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে পারেন। এজন্য চিন্তাশীল ও সুযোগ্য বক্তা প্রয়োজন। কমপক্ষে দু'সপ্তাহ পূর্বে বক্তাগণ সেমিনারের জন্য লিখিত প্রবন্ধ জমা দিবেন।

সেমিনারে একাধিক অধিবেশন ও প্রশ্নোত্তর থাকবে। প্রতিটি অধিবেশনে 'আন্দোলন' বা 'যুবসংঘে'র নেতৃস্থানীয় কোন দায়িত্বশীল সভাপতিত্ব করবেন। তবে সমমনা ও সহানুভূতিশীল কোন ইসলামী প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তিকেও সভাপতি করা যেতে পারে। সেমিনারের জন্য শহরের গণ্যমান্য সুধী ব্যক্তিবর্গকে পৃথক পত্রের মাধ্যমে দাওয়াত দিতে হবে।

(ঘ) ওয়ায মাহফিল : সর্বসাধারণের নিকট 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য এই মাহফিলের আয়োজন করা যাবে। যেখানে সংগঠনের বক্তাগণ থাকবেন। প্রয়োজনে সমমনা কোন আহলেহাদীছ বক্তাকে আমন্ত্রণ করা যাবে।

পূর্ণ পর্দার সুব্যবস্থা থাকলে উপরোক্ত সমাবেশ ও মাহফিল সমূহে 'মহিলা সংস্থা'র কর্মীগণ অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

(১১) সংগঠনের প্রকাশনা সমূহ ব্যাপকভাবে প্রচার করা :

দাওয়াতী কাজের জন্য এগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। নিজস্ব সাহিত্য ও সংস্কৃতি এবং আক্বীদা ও আমলের প্রচার ও প্রসারের জন্য পত্র-পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যম হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। সাথে সাথে ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগ সমূহের মাধ্যমে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। বর্তমানে মাসিক 'আত-তাহরীক', 'তাওহীদের ডাক' ও 'সোনামণি প্রতিভা' যথাক্রমে 'আন্দোলন' যুবসংঘ' ও 'সোনামণি' সংগঠনের মুখপত্র হিসাবে কাজ করছে। এছাড়াও বিভিন্ন উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা, স্মরণিকা, দেওয়াল পত্র, প্রচারপত্র বা সাময়িকীসহ বিভিন্ন প্রকাশনা অব্যাহত রয়েছে। সংগঠনের কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সংস্থা 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' ছহীহ হাদীছ

ভিত্তিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে ইতিমধ্যেই সুধীজনের নিকট নির্ভরযোগ্য প্রকাশনা সংস্থা হিসাবে সমাদৃত হয়েছে। এখান থেকে প্রকাশিত বই ও অন্যান্য প্রকাশনা সমূহ ব্যাপকভাবে প্রচার করা প্রত্যেক কর্মীর জন্য পরকালীন পাথেয় হাছিলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এজন্য প্রত্যেক কর্মীকে সংগঠনের 'বই ও সিডি বিতরণ প্রকল্পে' অংশগ্রহণ করতে হবে। নিজের এবং মৃত পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের নামে বন্ধু ও সুধী মহলে এগুলি ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ হিসাবে বিতরণ করবেন।

(১২) বিবিধ :

(ক) সামষ্টিক পাঠ : সামষ্টিক পাঠের অর্থ হ'ল- একটি বই বা বইয়ের অংশবিশেষ উপস্থিত সকলে মিলে পাঠ করা। প্রত্যেকেই দু'এক পৃষ্ঠা করে পড়বেন এবং পড়া শেষে পরিচালক সকলের নিকট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পঠিত বিষয়টি পর্যালোচনা করবেন ও বিষয়বস্তুটি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিবেন। কমপক্ষে পাঁচ জনে এক একটি গ্রুপে ভাগ হয়ে পৃথক পৃথক পরিচালকের মাধ্যমে এটা করা যেতে পারে। যাকে 'গ্রুপ ডিসকাশন' বলে। সামষ্টিক পাঠ ঊর্ধ্বপক্ষে এক ঘণ্টা চলবে। সামষ্টিক পাঠে 'সংগঠন' ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' প্রকাশিত বই, পত্রিকা ও প্রচারপত্র সমূহ থাকবে।

(খ) চা-চক্র : আন্তরিকভাবে নিরিবিলি ও শান্ত পরিবেশে বিভিন্ন স্বভাব ও প্রকৃতির মানুষকে আন্দোলনের দাওয়াত দেয়ার একটি ফলপ্রসূ মাধ্যম হ'ল চা-চক্র। সংক্ষিপ্ত আপ্যায়ন ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে যে ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠে, তাতে আন্দোলনের ক্ষেত্র তৈরী হয়।

(গ) পোস্টারিং, দেওয়ালপত্র, প্রচারপত্র ও পরিচিতি বিতরণ : সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন সময়ে পোস্টারিং করা যেতে পারে। এতদ্ব্যতীত বই, দেওয়ালপত্র, প্রচারপত্র ও পরিচিতি সমূহ বিতরণ করা, নেতৃবৃন্দের ভাষণ সমূহ সিডি ও মোবাইলের মাধ্যমে প্রচার করা, বিশেষ করে তাবলীগী সফরে দাওয়াতী কাজের সময় গণ্যমান্য সুধীজনের নিকট কেন্দ্র হ'তে প্রকাশিত 'পরিচিতি' ও প্রচারপত্র সমূহ পৌঁছে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। অধঃস্তন শাখাগুলি এসব ছেপে বিলি করতে চাইলে পূর্বেই কেন্দ্রের অনুমতি নিতে হবে।

দ্বিতীয় দফা কর্মসূচী

তানযীম বা সংগঠন :

এ দফার করণীয় হ'ল, যে সকল মানুষ আহলেহাদীছ আন্দোলনের দাওয়াতে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের জীবন, পরিবার ও সমাজে যথার্থরূপে ইসলামী বিধান কায়েমে প্রস্তুত হন, তাদেরকে 'ইমারত'-এর অধীনে সংঘবদ্ধ করা। কোন স্থানে কমপক্ষে ৩ জন প্রাথমিক সদস্য থাকলে সেখানে একজনকে সভাপতি, একজনকে সাধারণ সম্পাদক ও একজনকে সদস্য করে একটি শাখা গঠন করা যাবে।

(১) প্রাথমিক সদস্য/সদস্যা সৃষ্টির পদ্ধতি :

প্রথমে পরিবারের সদস্যগণ, সমবয়সী বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতজনদের নিকট দাওয়াত পৌঁছাতে হবে। তাদেরকে মানুষের জন্ম-মৃত্যু রহস্য, নিজেদের অসহায়ত্ব এবং সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হিসাবে আল্লাহ্র একত্ব তথা তাওহীদের মর্মার্থ বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে। অতঃপর আল্লাহ্র সর্বশেষ বাণীবাহক হিসাবে হযরত মুহাম্মাদ *ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম*-এর পদাঙ্ক অনুসরণের গুরুত্ব এবং আখেরাতে আল্লাহ্র নিকট জওয়াবদিহিতার দায়িত্বানুভূতি জাগিয়ে তুলতে হবে।

এ সময় তাকে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' প্রকাশিত বই, পত্রিকা ও প্রকাশনা সমূহ সরবরাহ করতে হবে। অভিজ্ঞ চিকিৎসক যেমন রোগী বুঝে চিকিৎসা করেন, তেমনি ব্যক্তির রুচি ও যোগ্যতা বুঝে বই দিতে হবে। পরিচিতি, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? প্রাথমিক বই হিসাবে গণ্য হবে। এরপর 'কি চাই, কেন চাই, কিভাবে চাই', 'আক্বীদা ইসলামিয়াহ' 'সমাজ বিপ্লবের ধারা' 'তিনটি মতবাদ' 'ইক্বামতে দ্বীন; পথ ও পদ্ধতি' 'জীবন দর্শন' 'মৃত্যুকে স্মরণ' 'ফিরক্বা নাজিয়াহ' 'সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী' প্রভৃতি বই সরবরাহ করবেন। প্রয়োজনে তাকে 'চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব' বইটি পড়াবেন। মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর গ্রাহক করবেন। মাঝে-মধ্যে তার সাথে বই ও পত্রিকার বিষয়বস্তুর উপরে আলোচনা করবেন। তার কোন প্রশ্ন থাকলে জবাব দিবেন।

আলোচনায় সর্বদা হাসিমুখ বজায় রাখবেন। যাতে শ্রোতার মধ্যে কোনরূপ বিরক্তি সৃষ্টি না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখবেন। পরিশেষে তাকে ইমারত ও

বায়'আত ভিত্তিক জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের গুরুত্ব বুঝাবেন এবং সংগঠনে যোগদানে উদ্বুদ্ধ করবেন। এভাবে বুঝে-সুঝে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলে তাকে 'প্রাথমিক সদস্য ফরম' পূরণ করাবেন।

প্রাথমিক সদস্য/সদস্যা হওয়ার যোগ্যতা :

(ক) যিনি নিয়মিত ছালাত আদায় করেন (খ) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে বিনাশর্তে মেনে নেওয়ার স্বীকৃতি প্রদান করেন (গ) নির্ধারিত 'সিলেবাস' অধ্যয়নে রাযী থাকেন (ঘ) 'প্রাথমিক সদস্য ফরম' পূরণ করেন ও সংগঠনের নির্দেশ পালনে প্রস্তুত থাকেন।

উল্লেখ্য যে, 'আহলেহাদীছ মহিলাসংস্থা' নামে পৃথক সদস্যা ফরম থাকবে।

প্রাথমিক সদস্য/সদস্যাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য :

১. (ক) দৈনিক সকালে অন্ততঃ দু'পৃষ্ঠা কুরআন তেলাওয়াত করা। (খ) কমপক্ষে ২টি আয়াতের তাফসীর অথবা ১টি হাদীছ অর্থসহ পাঠ করা (গ) কমপক্ষে ৫ পৃষ্ঠা সাংগঠনিক বই অধ্যয়ন করা।

২. (ক) রামাযানে এক খতম সহ বছরে কমপক্ষে দু'খতম কুরআন তেলাওয়াত করা। (খ) প্রথম এক বছরে অর্থসহ সূরা ফাতিহা হ'তে 'আলাক্ব পর্যন্ত ২০টি সূরা, সূরা বাক্বারাহ্র শেষ দু'টি আয়াত ও সূরা ছফ মুখস্থ করা (গ) সিলেবাস থেকে কমপক্ষে ৫টি হাদীছ অর্থ সহ মুখস্থ করা।

৩. (ক) প্রতি মাসে কমপক্ষে ২ জনকে প্রাথমিক সদস্য/সদস্যা করা। (খ) প্রতি মাসে অন্ততঃ ২ জনকে আত-তাহরীক/তাওহীদের ডাক/সোনামণি প্রতিভা-র গ্রাহক করা।

৪. (ক) নিয়মিত মাসিক এয়ানত দেওয়া। (খ) যিলহজ্জ মাসের প্রথম সপ্তাহে 'বিশেষ দান' এবং রামাযান মাসে 'বিশেষ দান' ও 'এককালীন দান' কেন্দ্রে প্রদান করা। (গ) সাংগঠনিক বৈঠকে 'বৈঠকী দান' প্রদান করা।

৫. (ক) সংগঠনের 'দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্প'-এর দাতাসদস্য হওয়া (খ) ওশর, যাকাত, ফিৎরা ও কুরবানীর সিকি অথবা বৃহদাংশ নিজ শাখায়/যেলায়/কেন্দ্রে 'বায়তুল মাল' ফাণ্ডে জমা দেওয়া। (গ) 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত 'বই বিতরণ প্রকল্পে' অংশগ্রহণ করা।

(ঘ) 'কেন্দ্রীয় জেনারেল ফাণ্ড' ও 'কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল ফাণ্ডে' বছরের যেকোন সময় সহযোগিতা প্রেরণ করা।

৬. (ক) আল-'আওন-এর রক্তদাতা সদস্য (ডোনর) হওয়া/সংগ্রহ করা। (খ) বন্যাত্রাণ, শীতবস্ত্র সংগ্রহ ও বিতরণ, ইফতার ও কুরবানী বিতরণ করা (গ) অন্যান্য সমাজসেবা মূলক কাজে অংশগ্রহণ করা।

৭. (ক) নিজ শাখা অথবা মহল্লার মসজিদে দৈনিক বাদ এশা অর্থসহ ১টি করে হাদীছ এবং বাদ ফজর তাফসীরুল কুরআন/নবীদের কাহিনী/ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) বা প্রয়োজনমত অন্যান্য সাংগঠনিক বই থেকে শুনানো/ব্যবস্থা করা/শরীক হওয়া। (খ) সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে যোগ দেওয়া। (গ) এলাকা/যেলা মাসিক তাবলীগী ইজতেমায় যোগদান করা এবং অন্যত্র তাবলীগী সফরে গমন করা। (ঘ) বার্ষিক কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমায় যোগদান করা।

(২) সাধারণ পরিষদ সদস্য/সদস্যা হওয়ার যোগ্যতা :

যে সকল 'প্রাথমিক সদস্য/সদস্যা' (ক) সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, মূলনীতি ও কর্মসূচীর সাথে সচেতনভাবে একমত হন (খ) যিনি সংগঠনের সামগ্রিক তৎপরতায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহায়তা করেন এবং অন্য কোন আদর্শিক সংগঠনের সাথে কোনরূপ সাংগঠনিক সম্পর্ক রাখেন না (গ) যিনি যাবতীয় হারাম ও কবীরা গোনাহ হ'তে বিরত থাকেন এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ গঠনে সর্বদা সচেষ্ট থাকেন (ঘ) যিনি নির্ধারিত সিলেবাস অধ্যয়ন করেন ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর 'মজলিসে আমেলা'র অনুমোদন লাভ করেন এবং আমীরে জামা'আতের নিকট শারঈ আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করেন।

সাধারণ পরিষদ সদস্য/সদস্যা স্তরে মান উন্নয়নের ধারা ও পদ্ধতি সমূহ :

প্রথমে তার আল্লাহভীরুতা, সাহসিকতা, আমানতদারিতা, সংগঠনের জন্য ত্যাগ স্বীকার, নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য ও সাংগঠনিক নিয়ম-শৃংখলা মেনে চলার বিষয়টি তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। অতঃপর তাকে (১) সর্বদা সংগঠনের জন্য জান-মাল ও সময়ের কুরবানী দিতে উদ্বুদ্ধ করবেন (২) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?' 'ফিরক্বা নাজিয়াহ' ও 'কি চাই, কেন

চাই, কিভাবে চাই' বই তিনটি বারবার পড়াবেন ও পর্যালোচনা করবেন (৩) পরিকল্পনা মোতাবেক সিলেবাসের বইসমূহ পড়াবেন এবং কোন প্রশ্ন থাকলে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিবেন (৪) মাঝে-মধ্যে ছোট-খাট সাংগঠনিক দায়িত্ব দিয়ে তাকে ক্রমে ক্রমে গড়ে তুলবেন (৫) তাবলীগী সফরে নিয়ে যাবেন এবং এভাবে আন্দোলনের কাজে সময় ও শ্রম দেওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলবেন (৬) সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সমূহে নিয়মিত অংশগ্রহণ করাবেন (৭) আল্লাহ্র পথে টিকে থাকার জন্য আল্লাহ্র নামে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ তথা ইমারত ও বায়'আত ব্যতীত যে সম্ভব নয়, সেটা বুঝাবেন। সবশেষে (৮) মানোন্নয়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করাবেন। প্রয়োজনে একাধিকবার পরীক্ষায় অংশ নিবেন। আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের উদ্দেশ্যে উন্নত মানের কর্মী হওয়ার জন্য তাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করবেন।

সাধারণ পরিষদ সদস্য/সদস্যাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য :

১. (ক) দৈনিক সকালে অন্ততঃ দু'পৃষ্ঠা কুরআন তেলাওয়াত করা। (খ) কমপক্ষে ৩টি আয়াতের তাফসীর অথবা ১টি হাদীছ অর্থসহ পাঠ করা (গ) কমপক্ষে ১০ পৃষ্ঠা সাংগঠনিক বই অধ্যয়ন করা। (ঘ) প্রতি ছয় মাসে একবার গঠনতন্ত্র ও কর্মপদ্ধতি পাঠ করা।

২. (ক) রামাযানে এক খতম সহ বছরে কমপক্ষে দু'খতম কুরআন তেলাওয়াত করা। (খ) প্রথম এক বছরে তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা শেষ করা। (গ) 'আম্মা পারা, সূরা সাজদাহ, দাহ্র, মুল্ক, নূহ ও হুজুরাত মুখস্থ করা (ঘ) সিলেবাস থেকে কমপক্ষে ৮টি হাদীছ অর্থ সহ মুখস্থ করা।

৩. (ক) প্রতি মাসে কমপক্ষে ২ জনকে প্রাথমিক সদস্য/সদস্যা করা (খ) প্রতি দু'মাসে ১ জনকে 'সাধারণ পরিষদ' সদস্য/সদস্যা হিসাবে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করা। (গ) প্রতি মাসে অন্ততঃ ২ জনকে আত-তাহরীক/তাওহীদের ডাক/সোনামণি প্রতিভা-র গ্রাহক করা।

৪. (ক) নিয়মিত মাসিক এয়ানত দেওয়া। (খ) যিলহজ্জ মাসের প্রথম সপ্তাহে 'বিশেষ দান' এবং রামাযান মাসে 'বিশেষ দান' ও 'এককালীন দান' কেন্দ্রে প্রদান করা। (গ) সাংগঠনিক বৈঠকে 'বৈঠকী দান' প্রদান করা।

৫. (ক) সংগঠনের 'দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্প'-এর দাতাসদস্য হওয়া (খ) ওশর, যাকাত, ফিৎরা ও কুরবানীর সিকি অথবা বৃহদাংশ নিজ

শাখায়/যেলায়/কেন্দ্রে 'বায়তুল মাল' ফাণ্ডে জমা দেওয়া। (গ) 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত 'বই বিতরণ প্রকল্পে' অংশগ্রহণ করা। (ঘ) 'কেন্দ্রীয় জেনারেল ফাণ্ড' ও 'কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল ফাণ্ডে' বছরের যেকোন সময় সহযোগিতা প্রেরণ করা।

৬. (ক) নিজ শাখা অথবা মহল্লার মসজিদে দৈনিক বাদ এশা অর্থসহ ১টি করে হাদীছ এবং বাদ ফজর তাফসীরুল কুরআন/নবীদের কাহিনী/ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) বা প্রয়োজনমত অন্যান্য সাংগঠনিক বই থেকে শুনানো/ব্যবস্থা করা/শরীক হওয়া। (খ) সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে যোগ দেওয়া। (গ) এলাকা/যেলা মাসিক তাবলীগী ইজতেমায় যোগদান করা এবং অন্যত্র তাবলীগী সফরে গমন করা। (ঘ) বার্ষিক কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমায় যোগদান করা।

৭. (ক) আল-'আওন-এর রক্তদাতা সদস্য (ডোনর) হওয়া/সংগ্রহ করা। (খ) বন্যাত্রাণ, শীতবস্ত্র সংগ্রহ ও বিতরণ, ইফতার ও কুরবানী বিতরণ করা (গ) অন্যান্য সমাজসেবা মূলক কাজে অংশগ্রহণ করা।

৮. সাপ্তাহিক পারিবারিক তা'লীম করা।

৯. নিয়মিত 'ইহতিসাব' রাখা।

(৩) কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য/সদস্যা হওয়ার যোগ্যতা :

যে সকল 'সাধারণ পরিষদ সদস্য/সদস্যা' (ক) সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সংগঠনের নির্দেশ অনুযায়ী যেকোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকেন (খ) যিনি ইসলাম ও জাহেলিয়াত তথা তাওহীদ ও শিরক, সুন্নাত ও বিদ'আত, ইত্তেবা ও তাক্বলীদ, প্রচলিত রাজনীতি ও অর্থনীতি এবং ইসলামী রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখেন (গ) যিনি 'আন্দোলন'কে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সর্বদা জান ও মালের কুরবানী দিয়ে থাকেন (ঘ) যিনি নির্ধারিত সিলেবাস অধ্যয়ন করেন ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর 'মজলিসে আমেলা'র অনুমোদন লাভ করেন এবং আমীরে জামা'আতের নিকট শারঈ আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করেন।

কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য/সদস্যা স্তরে মান উন্নয়নের ধারা ও পদ্ধতি সমূহ :

একজন সাধারণ পরিষদ সদস্য/সদস্যা-কে কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য/সদস্যা পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য তার আল্লাহভীরুতা, সাহসিকতা, আমানতদারিতা, সংগঠনের জন্য ত্যাগ স্বীকার, নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য, পদের প্রতি লোভ হীনতা ও সাংগঠনিক নিয়ম-শৃংখলা মেনে চলার বিষয়টি তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। অতঃপর 'গঠনতন্ত্রে'র ১৬ ধারা অনুযায়ী সর্বতোভাবে যোগ্য বিবেচিত হ'লে তাকে মানোন্নয়ন পরীক্ষা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত সিলেবাস অধ্যয়ন করাতে হবে এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করাতে হবে।

গুরুত্ব : 'কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য/সদস্যা'গণ আন্দোলনের মূল স্তম্ভ হিসাবে গণ্য হবেন। সেকারণ লিখিত দায়িত্বসমূহ পালনের সাথে সাথে পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী তাদেরকে অনেক অলিখিত দায়িত্ব পালন করতে হয়। 'কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য'গণ হবেন ছাহাবায়ে কেরামের ন্যায় ধৈর্য ও ত্যাগের বাস্তব নমুনা। আল্লাহ তার সকল কথা শুনছেন ও সকল কাজ দেখছেন এই ভয়ে তারা যেমন থাকবেন সদা কম্পবান, তেমনি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনে এবং জান্নাতের অতুলনীয় পুরস্কার লাভের আশায় থাকবেন সদা কর্মচঞ্চল। কোন প্রকার অলসতা ও বিলাসিতা তাদেরকে স্পর্শ করবে না। তাদের জীবন হবে সুশৃংখল ও সংযত। ঈমানী শক্তিতে তারা থাকবেন সদা বলীয়ান। শিরক ও বিদ'আত হ'তে থাকবেন সদা বিরত। তাদের অনুপম চরিত্র মাধুর্য, ত্যাগ-তিতীক্ষা ও কঠোর আদর্শনিষ্ঠা হবে অন্যের জন্য অনুকরণীয়। যা মানুষের হৃদয়কে আল্লাহ্র পথে আকর্ষণ করবে। তার কান, চোখ ও হৃদয় ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে। আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের যিনি মালিক, তাঁর নিকটে প্রতিটি নিঃশ্বাসের কৈফিয়ত দিতে হবে, এই অনুভূতি যেন সদা জাগরুক থাকে।

কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য/সদস্যাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য :

১. (ক) দৈনিক সকালে অন্ততঃ দু'পৃষ্ঠা কুরআন তেলাওয়াত করা। (খ) কমপক্ষে ৩টি আয়াতের তাফসীর অথবা ১টি হাদীছ অর্থসহ পাঠ করা (গ) কমপক্ষে ১০ পৃষ্ঠা সাংগঠনিক বই অধ্যয়ন করা। (ঘ) প্রতি ছয় মাসে একবার গঠনতন্ত্র ও কর্মপদ্ধতি পাঠ করা।

২. (ক) রামাযানে এক খতমসহ বছরে কমপক্ষে দু'খতম কুরআন তেলাওয়াত করা। (খ) পবিত্র কুরআনের ১ম পারা সহ সূরা ক্বাফ, লোকমান, জুম'আ ও মুনাফিকূন মুখস্থ করা (গ) কমপক্ষে ১০টি হাদীছ অর্থ সহ মুখস্থ করা।

৩. (ক) প্রতি মাসে কমপক্ষে ২ জনকে প্রাথমিক সদস্য/সদস্যা করা (খ) প্রতি দু'মাসে ১ জনকে 'কেন্দ্রীয় পরিষদ' সদস্য/সদস্যা হিসাবে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করা (গ) প্রতি মাসে অন্ততঃ ২ জনকে আত-তাহরীক/তাওহীদের ডাক/সোনামণি প্রতিভা-র গ্রাহক করা অথবা ১ জনকে এজেন্ট করা।

৪. (ক) নিয়মিত মাসিক এয়ানত দেওয়া। (খ) যিলহজ্জ মাসের প্রথম সপ্তাহে 'বিশেষ দান' এবং রামাযান মাসে 'বিশেষ দান' ও 'এককালীন দান' কেন্দ্রে প্রদান করা। (গ) সাংগঠনিক বৈঠকে 'বৈঠকী দান' প্রদান করা।

৫. (ক) সংগঠনের 'দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্প'-এর দাতাসদস্য হওয়া (খ) ওশর, যাকাত, ফিৎরা ও কুরবানীর সিকি অথবা বৃহদাংশ নিজ শাখায়/যেলায়/কেন্দ্রে 'বায়তুল মাল' ফাণ্ডে জমা দেওয়া। (গ) 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত 'বই বিতরণ প্রকল্পে' অংশগ্রহণ করা। (ঘ) 'কেন্দ্রীয় জেনারেল ফাণ্ড' ও 'কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল ফাণ্ডে' বছরের যেকোন সময় সহযোগিতা প্রেরণ করা।

৬. (ক) নিজ শাখা অথবা মহল্লার মসজিদে দৈনিক বাদ এশা অর্থসহ ১টি করে হাদীছ এবং বাদ ফজর তাফসীরুল কুরআন/নবীদের কাহিনী/ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) বা প্রয়োজনমত অন্যান্য সাংগঠনিক বই থেকে শুনানো/ব্যবস্থা করা/শরীক হওয়া। (খ) সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে যোগ দেওয়া। (গ) এলাকা/যেলা মাসিক তাবলীগী ইজতেমায় যোগদান করা এবং অন্যত্র তাবলীগী সফরে গমন করা। (ঘ) বার্ষিক কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমায় যোগদান করা।

৭. (ক) আল-'আওন-এর রক্তদাতা সদস্য (ডোনর) হওয়া/সংগ্রহ করা। (খ) বন্যাত্রাণ, শীতবস্ত্র সংগ্রহ ও বিতরণ, ইফতার ও কুরবানী বিতরণ করা (গ) অন্যান্য সমাজসেবা মূলক কাজে অংশগ্রহণ করা।

৮. সাপ্তাহিক পারিবারিক তা'লীম করা।

৯. নিয়মিত 'ইহতিসাব' রাখা।

বি.দ্র. প্রাথমিক সদস্য/সদস্যা এবং সকল স্তরের উপদেষ্টাগণও 'ইহতিসাব' রাখতে পারেন। সেই সাথে সকলে আমীরে জামা'আতের জুম'আর খুৎবা এবং অন্যান্য বক্তৃতা ইন্টারনেটে নিয়মিত শুনবেন। এছাড়া নিয়মিতভাবে মাসিক আত-তাহরীক, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), তাফসীরুল কুরআন ও নবীদের কাহিনী-১, ২, ৩ পাঠ করবেন।

বৈঠক সমূহ পরিচালনা পদ্ধতি :

(১) কুরআন তেলাওয়াত/দরসে কুরআন/দরসে হাদীছ।

(২) সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক বিগত মাসের রিপোর্ট পেশ ও অনুমোদন।

(৩) অন্যান্য সম্পাদকদের বিভাগীয় রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা।

(৪) ঊর্ধ্বতন সংগঠনের নির্দেশ পালনে পদক্ষেপ গ্রহণ।

(৫) আগামী মাসের পরিকল্পনা গ্রহণ।

(৬) সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। অতঃপর বৈঠক ভঙ্গের দো'আ পাঠের মাধ্যমে বৈঠকের সমাপ্তি।

তৃতীয় দফা কর্মসূচী

তারবিয়াত বা প্রশিক্ষণ :

এ দফার করণীয় হ'ল, সংগঠনের মাধ্যমে জামা'আতবদ্ধ জনশক্তিকে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যিন্দাদিল মর্দে মুজাহিদ রূপে গড়ে তোলা এবং ধর্ম ও প্রগতির নামে প্রচলিত যাবতীয় কুসংস্কার ও জাহেলিয়াতের বিভিন্নমুখী চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় ইসলামকে বিজয়ী করার মত যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মী তৈরীর কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

প্রকৃত প্রস্তাবে এর মাধ্যমেই সংগঠনের সমাজ সংস্কারের কাজ শুরু হয়। যেসব ভাই-বোন সংগঠনের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে সংগঠনের সাথে সংঘবদ্ধ হন, তাদেরকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রকৃত দাঈ ইলাল্লাহ এবং আল্লাহ্র পথের মুজাহিদ হিসাবে গড়ে তোলা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। এই দফার সঠিক বাস্তবায়নের উপরেই নির্ভর করে আন্দোলনের সফলতা এবং এর উপরই নির্ভর করে সাংগঠনিক মযবুতী ও যোগ্য নেতা-কর্মী সৃষ্টি।

*** এ দফার করণীয় :**

(১) 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' প্রকাশিত ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন

(২) 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার' স্থাপন

(৩) প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ

(৪) নফল ইবাদত

(৫) শিক্ষা সফর

(৬) নিয়মিত 'ইহতিসাব' সংরক্ষণ

(৭) আত্মসমালোচনা

প্রত্যেকটির বিস্তারিত বিবরণ

(১) 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' প্রকাশিত ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন : সংগঠনের নির্ধারিত সিলেবাস পঠন ও পাঠন সর্বস্তরের কর্মীদের জন্য একান্তভাবে আবশ্যক। কাজেই 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' প্রকাশিত সাহিত্য নিয়মিত অধ্যয়ন করতে হবে এবং অপরকে তা পাঠে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। কেননা বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জনই বিশুদ্ধ দ্বীন শিক্ষা এবং বাতিলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' প্রকাশিত বই, পত্রিকা ও অন্যান্য প্রকাশনা সমূহ প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে খরীদ ও বিতরণ করবেন। মৃত নিকটাত্মীয়দের নামে এগুলি ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ প্রদান করবেন। বন্ধু ও সুধী মহলে হাদিয়া দিবেন। নিজেদের লেখনীর ক্ষেত্রে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন'-এর ভাষা ও বানান রীতি অনুসরণ করবেন। ভাষায় যাবতীয় শিরক ও বিদ'আতের প্রতি ইঙ্গিতবাহী শব্দ ও বর্ণসমূহ পরিহার করবেন। যেমন খোদা, নামায, রোযা, আংকেল, আন্টী ইত্যাদির বদলে আল্লাহ, ছালাত, ছিয়াম, চাচাজী, চাচীমা বলা।

(২) 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার' স্থাপন : প্রতিটি শাখায় একটি করে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার' থাকবে। যেখানে একটি আলমারী এবং একটি পাঠাগার রেজিষ্টার থাকবে। যাতে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার' ... শাখা নামে মুদ্রিত সীল ও প্যাড থাকবে। ক্রয়কৃত বই সমূহে বইয়ের নম্বর সহ উক্ত সীল ও তারিখ থাকবে। বই ক্রয় রেজিষ্টার ও বিতরণ রেজিষ্টার পৃথক থাকবে। বিতরণ রেজিষ্টারে বইয়ের নাম, গ্রহীতার নাম, তারিখ ও স্বাক্ষর থাকবে। বই ফেরৎ দানের তারিখ ও স্বাক্ষর থাকবে। 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক দ্বয় যথাক্রমে সম্পাদক ও সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁরা পাঠাগারের জন্য ক্রয়কৃত, পাঠাগার থেকে ইস্যুকৃত ও পঠিত বই সমূহের হিসাব রাখবেন এবং পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করবেন। সংগঠনের পরিচালিত বা প্রভাবিত মসজিদেও অত্র পাঠাগার থাকতে পারে। পাঠাগারের সঙ্গে প্রয়োজনবোধে একটি বই, সিডি ও হাদীছ ফাউণ্ডেশনের বই সমূহের বিক্রয় কেন্দ্র থাকতে পারে। তবে বিক্রয় কেন্দ্র মসজিদের বাইরে থাকতে

হবে। প্রতি মাসিক বৈঠকে সবকিছুর হিসাব 'আন্দোলন'-এর কর্মপরিষদ-এর নিকট পেশ করতে হবে এবং সেখান থেকে পরবর্তী মাসের জন্য পাঠাগার সম্পাদক কর্তৃক পেশকৃত বই ক্রয়ের তালিকা অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। পাঠকের যোগ্যতা ও রুচি বুঝে তাকে বই দিতে হবে। এক সপ্তাহের মেয়াদে বই দিবেন। বাড়াতে চাইলে পরের সপ্তাহে পুনরায় স্বাক্ষরের মাধ্যমে মেয়াদ বাড়াবেন।

(ক) পাঠক সম্মেলন : পাঠক কতটুকু হৃদয়ঙ্গম করেছেন, তা যাচাইয়ের জন্য পাঠাগারের উদ্যোগে প্রতি ইংরেজী মাসের শেষ শুক্রবারে 'পাঠক সম্মেলন' করা আবশ্যক। 'মহিলা সংস্থা' তাদের নিজস্ব পরিবেশে 'পাঠিকা সম্মেলন' করতে পারেন। পর্দার ব্যবস্থা থাকলে পাঠক সম্মেলনেও তারা যোগদান করতে পারেন। স্ব স্ব পঠিত বইয়ের উপর নির্ধারিত পাঠকগণ আলোচনা করবেন। সেখান থেকে আহরিত জ্ঞান ও বইয়ের সাহিত্যিক মান ইত্যাদি বিষয়ে তারা বক্তব্য রাখবেন। পাঠক-পাঠিকাগণ বই খরীদ করে পাঠাগারে দান করতে পারেন।

(খ) আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম : উপযেলা বা যেলায় 'আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম' থাকা আবশ্যক। যেখানে কমপক্ষে প্রতি তিন মাসে একবার ফোরামের উদ্যোগে 'সেমিনার' হওয়া প্রয়োজন। সেখানে পূর্ব নির্ধারিত পাঠকগণ আত-তাহরীক-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধ, দরস, প্রবন্ধ, প্রশ্নোত্তর, কবিতা, স্বদেশ-বিদেশের খবর ও সেসবের নীচে প্রদত্ত মন্তব্য সমূহের যথার্থতা ছাড়াও পত্রিকার সার্বিক মান নিয়ে আলোচনা করবেন। প্রয়োজনীয় পরামর্শ থাকলে তা 'সম্পাদক' বরাবর প্রেরণ করবেন। এই ফোরামে 'তাওহীদের ডাক' ও 'সোনামণি প্রতিভা'র মান বিষয়েও পৃথক আলোচনা হতে পারে।

(গ) লেখক ফোরাম : তরুণদের প্রতিভা বিকাশের স্বার্থে সাহিত্যামোদী ভাইদের নিয়ে যেলা ভিত্তিক স্বতন্ত্র 'লেখক ফোরাম' গঠন করা যেতে পারে। লেখক ফোরামের একজন কেন্দ্রীয় পরিচালক থাকবেন। তিনি ফোরামের অন্তর্ভুক্ত তরুণ লেখকদের সাহায্যে দেওয়াল পত্রিকা, সাময়িকী প্রভৃতি প্রকাশ করবেন। মাঝে-মধ্যে লেখকদের উদ্যোগে সাহিত্যের আসর বসবে। সেখানে বিভিন্ন সাহিত্যামোদী ব্যক্তিদের দাওয়াত দিতে হবে। তরুণ লেখকগণ এতে স্বরচিত কবিতা, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি আবৃত্তি করবেন। এখানে পুরস্কারের

ব্যবস্থাও রাখা যেতে পারে। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির যুগে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলিতেও ভার্চুয়াল ইসলামী লেখক ফেরাম তৈরী হ'তে পারে। লেখক ফোরামের উদ্দেশ্য হবে, দেশে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি করা।

(৩) প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ : এক বা একাধিক শাখার কর্মীগণ মিলিতভাবে কমপক্ষে প্রতি তিন মাস অন্তর একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করবেন। এতে প্রশিক্ষক হিসাবে প্রয়োজনবোধে ঊর্ধ্বতন সংগঠন থেকে কোন প্রতিনিধিকে দাওয়াত দেওয়া যেতে পারে। তবে সেজন্য অন্ততঃ একমাস আগে যোগাযোগ করতে হবে। সফরের ব্যয়ভার সংশ্লিষ্ট শাখাগুলি বহন করবে।

*** প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের নিয়মাবলী :**

(ক) প্রথম দিন বাদ আছর হ'তে পরদিন এশা পর্যন্ত অথবা সকলের সুবিধানুযায়ী অন্যূন ত্রিশ ঘণ্টা মেয়াদী এই প্রশিক্ষণ চলবে।

(খ) প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে পরিচালকের অনুমতি ব্যতীত কেউ বাইরে যাবেন না।

(গ) খাওয়া-দাওয়া, নাশতা-ঘুম সবই একত্রে এবং সময়সূচী মোতাবেক হবে। কেননা এটাও প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

(ঘ) প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক কর্মী অবশ্যই খাতা-কলম সঙ্গে রাখবেন এবং প্রয়োজনীয় নোট করে নিবেন।

(ঙ) প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের স্থান নির্বাচন ও অন্যান্য কর্মসূচী মাসিক দায়িত্বশীল বৈঠকে গৃহীত হবে এবং অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্বে তা সংশ্লিষ্ট সকল শাখার কর্মীদের জানিয়ে দিবেন।

(চ) শাখা/এলাকা/উপযেলা/যেলা ও কেন্দ্রীয় সভাপতি স্ব স্ব পর্যায়ে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের সভাপতি থাকবেন। তবে বিশেষ বিবেচনায় কোন যোগ্য 'উপদেষ্টা'কে উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতি করা যাবে।

*** প্রশিক্ষণ সূচী নিম্নরূপ হবে-**

(১) দরসে কুরআন (২) দরসে হাদীছ (৩) পরিচিতি অনুষ্ঠান (৪) আক্বীদা (আক্বীদার বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলগণ নির্বাচন করবেন) (৫) বক্তৃতা শিক্ষা

ক্লাস (৬) সংগঠন শিক্ষা ক্লাস (৭) বিতর্ক সভা (৮) সামষ্টিক পাঠ (৯) সাহিত্যের আসর (১০) মাসআলা শিক্ষা ক্লাস ও ছালাতের বাস্তব প্রশিক্ষণ (১১) সভাপতির ভাষণ ও বৈঠক ভঙ্গের দো'আ পাঠ (১২) তাহাজ্জুদ ছালাত। প্রয়োজনে কোন বিষয় কমবেশী করা যেতে পারে।

প্রত্যেকটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হ'ল-

(১) দরসে কুরআন : সময়োপযোগী আয়াতসমূহ থেকে ঊর্ধ্বপক্ষে ২০ মিনিটের জন্য এ দরস চলবে।

(২) দরসে হাদীছ : উপরোক্ত সময়সীমার মধ্যে দরসে হাদীছ পেশ করতে হবে। এজন্য 'তাবলীগ' অধ্যায়ে দরসে কুরআন ও দরসে হাদীছ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(৩) পরিচিতি অনুষ্ঠান : সংগঠনের জন্য এটি একটি বিশেষ যরূরী দিক। একজন পরিচালকের মাধ্যমে এ অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হবে। প্রথমে সালাম দিয়ে দাঁড়াবেন। অতঃপর নিজের নাম, ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, সাংগঠনিক মান, সাংগঠনিক দায়িত্ব (যদি থাকে) বর্ণনা করবেন। অতঃপর সালাম দিয়ে বসবেন।

(৪) আক্বীদা : মৌলিক আক্বীদা বিষয়ে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দান অতীব যরূরী বিষয়। 'আন্দোলন'-এর গঠনতন্ত্রের ধারা-৫ (২)-য়ে বর্ণিত জাতীয় ও বিজাতীয় জাহেলী মতবাদ সমূহের উপর নির্ধারিত প্রশিক্ষক নির্ধারিত বিষয়ে কর্মীদেরকে প্রথমে সংক্ষিপ্ত নোট প্রদান করবেন। অতঃপর সেগুলি কর্মীদের মুখস্থ করাবেন ও বুঝিয়ে বিষয়টি হজম করিয়ে দিবেন। এছাড়া কেন্দ্র পরিবেশিত মানোন্নয়ন সিলেবাসের 'আক্বীদা' অধ্যায়টি মুখস্ত করাবেন। এই সাথে 'আক্বীদা ইসলামিয়াহ' ও 'আরবী ক্বায়েদা' আক্বীদা অংশ পড়াবেন।

(৫) বক্তৃতা শিক্ষা ক্লাস : পরিচালক প্রথমে বক্তৃতার পদ্ধতি বিষয়ে ভালভাবে বুঝিয়ে দিবেন। নির্ধারিত বক্তৃতা হ'লে শুরুতে বক্তা পরিচালকের নিকট থেকে বিষয়বস্তু লিখিত কাগজটি হাতে নিবেন। আর উপস্থিত বক্তৃতা হ'লে পরিচালক একটি কৌটার মধ্যে বিষয়বস্তু সমূহ লিখিত মণ্ডাকার কাগজগুলি রাখবেন। এরপর কৌটাটি ভাল করে ঝাঁকিয়ে দিবেন। এরপর সেখান থেকে বক্তা যেকোন একটি কাগজ উঠিয়ে নিবেন। অতঃপর তিনি সকলের উদ্দেশ্যে প্রথমে

সালাম দিবেন। অতঃপর বলবেন, *মাননীয় পরিচালক, বিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলী ও সম্মানিত সুধীমণ্ডলী! আজকে আমার বক্তৃতার বিষয়বস্তু হ'ল.....*। এ বিষয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, ...।

(ক) উপস্থিত বক্তৃতা : উপস্থিত বক্তৃতার বিষয়বস্তু ঊর্ধ্বপক্ষে তিনটি হবে। যেমন তাওহীদ ও তার প্রকারভেদ, শিরক ও তার প্রকারভেদ, বিদ'আত ও তার ব্যাখ্যা, ইত্তেবা, তাক্বলীদ ও আহলেহাদীছ-এর সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা, 'আন্দোলন'-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, পাঁচ দফা মূলনীতি, চার দফা কর্মসূচী, তিনটি সংস্কার, 'আমরা কি চাই কেন চাই কিভাবে চাই' ইত্যাদি। এজন্য কর্মীদের মধ্য হ'তে নির্দিষ্ট সংখ্যক বক্তা প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের অন্ততঃ আধা ঘণ্টা পূর্বে পরিচালকের নিকট তাদের নাম জমা দিবেন। বক্তার সংখ্যা বেশী হ'লে কয়েকজন গ্রুপ লীডারের অধীনে একাধিক গ্রুপে বিভক্ত হয়ে এই ক্লাস চলতে পারে। লিখিত বক্তৃতা চলবেনা এবং বক্তৃতার সময়সীমা ৫ মিনিটের ঊর্ধ্বে হবে না। সময় শেষ হবার ৩০ সেকেণ্ড পূর্বে পরিচালক বক্তাকে সংকেত দিবেন। সর্বশেষ সংকেত পাওয়ার সাথে সাথেই বক্তৃতা শেষ করতে হবে। তিনজন বিচারক থাকবেন এবং তারা নম্বর দিবেন ও শেষে ফলাফল প্রকাশ করবেন।

(খ) নির্ধারিত বক্তৃতা : নির্ধারিত বক্তৃতার জন্য বক্তৃতা অনুষ্ঠানের অন্ততঃ আধা ঘণ্টা পূর্বে পরিচালকের নিকট নাম দিতে হবে। পূর্বোক্ত নিয়মেই বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হবে। তবে নির্ধারিত বক্তৃতার বিষয়বস্তু মাত্র একটি হবে এবং তার সময়সীমা হবে ৩ মিনিট। তিনজন বিচারক থাকবেন এবং তারা নম্বর দিবেন ও শেষে ফলাফল প্রকাশ করবেন।

(৬) সংগঠন শিক্ষা ক্লাস : এই অনুষ্ঠানে পরিচালক সংগঠনের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে বক্তৃতা করবেন। অতঃপর উপস্থিত কর্মীদের বিভিন্ন জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে তাদের সাংগঠনিক জ্ঞান যাচাই করবেন। তিনি গঠনতন্ত্র, কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতির বিভিন্ন বিষয় স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিবেন।

(৭) বিতর্ক সভা : এটি বক্তা ও মুনাযির সৃষ্টি করার অন্যতম মাধ্যম। বিতর্ক সভা নিছক জ্ঞান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে হবে। কর্মীদের সৃজনশীলতা বৃদ্ধিতে এটি একটি সুন্দর পন্থা। পক্ষে ও বিপক্ষে আকর্ষণীয় যুক্তি-তর্ক উপস্থাপনের মাধ্যমে বিষয়গুলি বক্তা ও শ্রোতা উভয়ের নিকট স্পষ্ট হয়ে যায়। উভয় পক্ষে ৪/৫ জন করে বক্তা একটি বিতর্কে অংশ নিবেন। প্রত্যেকেই তিন মিনিট করে সময়

পাবেন এবং দলনেতাদ্বয় দু'বারে মোট ছয় মিনিট করে সময় পাবেন। বিতর্ক সভায় একজন পরিচালক ও তিনজন করে বিচারক থাকবেন। প্রতি তিন মিনিট বিতর্কের জন্য মোট নম্বর থাকবে ১০। বিচারকগণ বিতর্কের বিষয়বস্তু নয় বরং বিতর্কের মান কার কতটুকু উন্নত, সেই হিসাবে নম্বর দিবেন। প্রত্যেক বক্তৃতার শেষে বিচারকগণ আলাদা ভাবে নিজ নিজ ইচ্ছামত বক্তার নামের ডাইনে নম্বর দেবেন এবং বিতর্ক শেষে তাদের নম্বর সমূহ যোগ করে বিজয়ী পক্ষ এবং উভয় পক্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিতর্ককারীর নাম ঘোষণা করবেন। এখানে পুরস্কারের ব্যবস্থাও থাকতে পারে। মেধা যাচাইয়ের জন্য পৃথকভাবে 'কুইজ প্রতিযোগিতা' হ'তে পারে। যেখানে পুরস্কারের ব্যবস্থাও থাকতে পারে।

বিতর্কসভা বিভিন্ন বিষয়ের উপর হ'তে পারে। যেমন- (১) তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতিই হ'ল জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির মূল চাবিকাঠি (২) নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাসই মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষাকবচ (৩) তাক্বলীদে শাখছী বিশুদ্ধ ইসলামী খেলাফত কায়েমে সবচেয়ে বড় অন্তরায় (৪) সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী (৫) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ইসলামী অর্থনীতিই হ'ল অর্থনৈতিক সমস্যার একমাত্র সমাধান (৬) আহলেহাদীছ আন্দোলন-ই একমাত্র নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন (৭) সকল প্রকারের বিদ'আতই গুমরাহী (৮) প্রচলিত ছালাত বনাম বিশুদ্ধ ছালাত (৯) প্রচলিত রাজনীতি বনাম ইসলামী রাজনীতি (১০) প্রচলিত সংস্কৃতি বনাম ইসলামী সংস্কৃতি (১১) 'মানবিক মূল্যবোধ বনাম প্রচলিত মূল্যবোধ' (১২) সাধারণ শিক্ষা বনাম ইসলামী শিক্ষা (১৩) ইসলামী শিক্ষার প্রকৃত রূপ (মাযহাবী বনাম হাদীছ ভিত্তিক শিক্ষা) প্রভৃতি।

এতদ্ব্যতীত ছালাতের বিভিন্ন মাসায়েল-এর উপরেও পক্ষে-বিপক্ষে বিতর্ক সভা হ'তে পারে। যেমন (ক) ছালাতে বুকের উপর হাত বাঁধা (খ) রাফ'উল ইয়াদায়েন করা (গ) সূরা ফাতেহা পাঠ করা (ঘ) জেহরী ছালাতে সশব্দে আমীন বলা (ঙ) তারাবীহ ৮ রাক'আত ও ২০ রাক'আত (চ) ঈদায়েনের ছালাতে অতিরিক্ত ৬ তাকবীর না ১২ তাকবীর ইত্যাদি যা ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) বইয়ে রয়েছে। তাছাড়া দেশে প্রচলিত শিরক সমূহের উপর বিতর্ক হ'তে পারে। যেমন কবর পূজা, স্থান পূজা, ছবি ও প্রতিকৃতি পূজা, আগুন ও বেদী পূজা, মিনার ও তাযিয়া পূজা ইত্যাদি। এছাড়াও প্রসিদ্ধ বিদ'আত সমূহ যেমন- মীলাদ-ক্বিয়াম, কুলখানী-চেহলাম, দিবস ও বার্ষিকী পালন ইত্যাদি। সংগঠনের

বই সমূহ ও আত-তাহরীকের ফৎওয়া ও লেখনীসমূহ থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করবেন।

বিতর্কে অংশগ্রহণকারীগণ নির্দিষ্ট বিষয়ে আগে থেকেই বই বা প্রবন্ধ পড়ে নিবেন এবং তা থেকে সংক্ষিপ্ত নোট হাতে রাখবেন। বিতর্কের সময় বক্তাদের নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। এর সামান্য ব্যতিক্রমে নম্বর কাটা যাবে।

(ক) কোন মতেই উত্তেজিত হওয়া যাবে না। কেননা 'রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন' (খ) কথা যুক্তিপূর্ণ ও ভাষা মার্জিত হ'তে হবে (গ) শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় কথাটুকুই বলতে হবে ও যাবতীয় অহেতুক কথা পরিহার করতে হবে (ঘ) চালু ভাষা ব্যবহার করতে হবে (ঙ) পরিচালকের প্রথম হুঁশিয়ারী সংকেত পাবার পর বক্তব্যের উপসংহার এবং শেষ সংকেত পাবার সাথে সাথেই বক্তব্য শেষ করতে হবে।

বিতর্কের সময় এ মূলনীতি মনে রাখতে হবে যে, তর্কের খাতিরে তর্ক নয়, বরং শেখার উদ্দেশ্যে তর্ক করছি এবং সঙ্গে সঙ্গে এ সত্যটুকুও জেনে রাখতে হবে যে, সুন্দর প্রকাশভঙ্গী না থাকার কারণে অনেক সময় শাশ্বত সত্য বিষয়ের পক্ষের বক্তারা বিতর্কে হেরে যান। তেমনি কেবলমাত্র আকর্ষণীয় উপস্থাপনা গুণেই বিপক্ষীয়রা তর্কে জিতে যান।

(৮) সামষ্টিক পাঠ : 'তাবলীগ' অধ্যায়ে বর্ণিত 'সামষ্টিক পাঠ' অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(৯) সাহিত্যের আসর : সকালে নাশতার পর বা অন্য কোন সুবিধাজনক সময়ে এই আসর বসবে। এর উদ্দেশ্য হ'ল দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির অঙ্গনে যেসব জাহেলিয়াত বিরাজ করছে, সেগুলির বিষয়ে কর্মীদের সজাগ করা এবং তার বিপরীতে বিশুদ্ধ ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরা। কেননা বিভিন্ন বাতিল আদর্শের লোকেরা সাহিত্যের মাধ্যমে সুকৌশলে তাদের প্রচার-প্রপাগাণ্ডা চালিয়ে যাচ্ছে। ওদিকে দেশের যুব চরিত্র ধ্বংস করার জন্য এবং তাদেরকে সমাজ গঠন ও উন্নয়ন চিন্তা হ'তে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য নানা কুরুচিকর সাহিত্য ও মারদাঙ্গা উপন্যাসে দেশ ভরে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে এমন সব বাজে গান-কবিতা পরিবেশন করা হচ্ছে, যা সম্পূর্ণরূপে ইসলামী নৈতিকতার বিরোধী। সেই সাথে জিহাদের অপব্যাখ্যা করে বুলেট ও বোমাবাজির মাধ্যমে রাতারাতি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রঙিন স্বপ্ন দেখিয়ে

সাহিত্যের মাধ্যমে তরুণদের পথভ্রষ্ট করা হচ্ছে। অথচ ইসলামে যেমন শৈথিল্যবাদের অবকাশ নেই, তেমনি জঙ্গীবাদেরও স্থান নেই। সংগঠনের 'সাহিত্যের আসরে' উক্ত সকল বিষয়ে কর্মীদেরকে হুঁশিয়ার করে তুলতে হবে।

ধর্মনিরপেক্ষ ও ব্রাহ্মণ্যবাদী শব্দাবলী পরিহার করতে হবে। যেমন 'সৃষ্টিকর্তা বা উপরওয়ালার দয়ায় ভাল আছি' না বলে 'আল্লাহ্র রহমতে ভাল আছি'; 'ভাল থাকুন, সুস্থ থাকুন' না বলে 'আল্লাহ আপনাকে ভাল রাখুন, সুস্থ রাখুন' বলতে হবে। এ পৃথিবী ব্রহ্মার অণ্ড বা ডিম নয়। সে কারণ 'আল্লাহ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মালিক' না বলে 'আল্লাহ জগত সমূহের প্রতিপালক' বলতে হবে। সেই সাথে 'খোদা' না বলে 'আল্লাহ' 'জলবায়ু, জলরাশি বা জলহাওয়া' না বলে 'আবহাওয়া বা পানিরাশি' বলতে হবে। 'আংকেল' 'আন্টি' 'কাকা' 'কাকী' 'বাবা' 'দাদা' না বলে মুসলমান ছেলেরা 'চাচাজী' 'চাচীমা' 'আব্বু' 'ভাই' বলবে। অনুরূপভাবে ইসলামী সাহিত্যের নামে যেভাবে শিরকী ও বিদ'আতী সাহিত্যের প্রসার ঘটানো হচ্ছে, সেদিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। যেমন ঔকারের উদাহরণ দিতে গিয়ে যদি কেউ লেখেন, 'চলো চৌধুরী বাড়ীতে মৌলূদ শরীফ পড়িতে যাই' তাহ'লে সেখানে আমরা লিখব 'চলো মৌলানা বাড়ীতে তৌহীদের ওয়ায শুনিতে যাই'। এমনিভাবে ভক্তিমূলক গানের নামে বাউল গান, লালনগীতি, মুর্শেদী, মারেফতী, মাইজভাণ্ডারীসহ বিভিন্ন ছূফীবাদী গান-গযলের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সহজ-সরল ভাষায় নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক কবিতা ও রচনা পাঠ করতে হবে। যা পড়লে বা শুনলে পাঠক ও শ্রোতার মনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভক্তি এবং আখেরাতে জওয়াবদিহিতার অনুভূতি তীব্র হয়ে ওঠে। উক্ত বিষয়ে কর্মীগণ 'আল-হেরা'র সিডি, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' প্রকাশিত 'জীবন দর্শন', 'দিগদর্শন' প্রভৃতি বইগুলি এবং মাসিক আত-তাহরীক-এর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক 'দরস' ও অন্যান্য প্রবন্ধগুলি পাঠ করবেন।

ঊর্ধ্ব পক্ষে ৫০০ (পাঁচশত) শব্দের প্রবন্ধ, ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) শব্দের ছোট গল্প এবং কমবেশী ২০ লাইনের ইসলামী কবিতা লিখে 'সাহিত্য আসর'-এর এক সপ্তাহ পূর্বে পরিচালকের নিকট জমা দিবেন। পরে তা পরিচালকের নির্দেশ মোতাবেক লেখক নিজে আবৃত্তি করে শুনাবেন। পৃথকভাবে 'আবৃত্তি প্রতিযোগিতা' হ'তে পারে। ভাল রচনা ও ভাল আবৃত্তির জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকতে পারে। নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা সংগঠনের মুখপত্র সমূহে

প্রকাশের জন্য পরিচালকের সত্যায়নসহ পাঠাবেন। শাখার রেকর্ড ফাইলে তার ফটোকপি সংরক্ষণ করবেন।

(১০) মাসআলা শিক্ষা ক্লাস ও ছালাতের বাস্তব প্রশিক্ষণ : সাধারণতঃ বাদ এশা এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠানে মাসিক আত-তাহরীকের যেকোন একটি সংখ্যার 'প্রশ্নোত্তর' বিভাগ থেকে অনধিক ১০টি প্রশ্নোত্তর পড়ে শুনাবেন ও বুঝিয়ে দিবেন। অতঃপর কর্মীদের লাইনে দাঁড় করিয়ে ছালাতের বাস্তব প্রশিক্ষণ দিবেন। সেই সাথে 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' থেকে প্রয়োজনীয় কয়েকটি দো'আ পড়িয়ে দিবেন।

(১১) সভাপতির ভাষণ ও বৈঠক ভঙ্গের দো'আ পাঠ : অনুষ্ঠান শেষে প্রশিক্ষণের শিক্ষা সমূহ বাস্তব জীবনে প্রতিফলনের জন্য আল্লাহ্র নিকট তাওফীক কামনা করে মজলিস ভঙ্গের দো'আ পাঠ অন্তে সভাপতি অনুষ্ঠানের সাময়িক বিরতি ঘোষণা করবেন।

(১২) তাহাজ্জুদ ছালাত : ফজরের অন্ততঃ ৪৫ মিঃ পূর্বে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করবে। এ বিষয়ে 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)'-এর নির্দিষ্ট অধ্যায়ে নিয়ম-কানূন দেখে নিবেন। তাহাজ্জুদ শেষে আল্লাহ্র কাছে নিজ নিজ গুনাহের কথা স্মরণ করে তওবা করবেন এবং নীরব অশ্রু দিয়ে আকুতিভরা হৃদয়ে তাঁর রহমত ভিক্ষা করবেন। আর তাঁরই নিকটে সকল ফরিয়াদ পেশ করবেন। অতঃপর জামা'আতের সাথে ফজর ছালাত আদায়ের পর সভাপতি পুনরায় সবাইকে বিদায়ী দো'আ পাঠের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন। বিদায়ী দো'আ : *আসতাওদি'উল্লা-হা দীনাকুম ওয়া আমা-নাতাকুম ওয়া খাওয়া-তীমা আ'মা-লিকুম* 'আমি (আপনার বা আপনাদের) দ্বীন ও আমানত সমূহ এবং শেষ আমল সমূহকে আল্লাহ্র হেফাযতে ন্যস্ত করলাম' *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৭৭ পৃ.)*।

(৪) নফল ইবাদত :

আল্লাহ্র পথে নিবেদিত প্রাণ কর্মী ছাড়া কখনই নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন চলতে পারে না। আর কর্মী কখনই নিবেদিত প্রাণ হ'তে পারে না যতক্ষণ না সে আল্লাহ ভীতি ও আত্মশুদ্ধি অর্জন করবে। নফল ইবাদত এ ব্যাপারে যথেষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে। তাই 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র কর্মীদের মধ্যে নফল ইবাদতের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, আহলেহাদীছ

আন্দোলনের এই বন্ধুর পথে আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত আমাদের অন্য কোন সম্বল নেই। আর আল্লাহ্র সাহায্য লাভের একমাত্র রাস্তা হ'ল তাঁর সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা। তাই যে সকল কাজে তিনি অধিক সন্তুষ্ট হন, সেই সকল কাজ আমাদের অধিকহারে যেতে হবে। এ জন্য নিম্নোক্ত উপায়গুলি অবলম্বন করা যেতে পারে। (ক) তাহাজ্জুদ ছালাত (খ) নফল ছিয়াম (গ) আল্লাহ্র পথে ব্যয়।

(ক) তাহাজ্জুদ ছালাত : এ প্রসঙ্গে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। কঠিন হলেও যৌবনের ঊষাকালে নিয়মিত তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়ের অভ্যাস গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ সাত শ্রেণীর লোককে ছায়া প্রদান করবেন। যাদের মধ্যে অন্যতম হ'ল ঐ যুবক, যে আল্লাহ্র ইবাদতে বর্ধিত হয়েছে। ঐ ব্যক্তি যার হৃদয় মসজিদের সাথে ঝুলন্ত থাকে। যখন সে বেরিয়ে আসে, পুনরায় সেদিকে ফিরে যায়। ঐ দুই ব্যক্তি যারা স্রেফ আল্লাহ্র জন্য পরস্পরে বন্ধুত্ব করেছে ও বিচ্ছিন্ন হয়েছে। ঐ ব্যক্তি যে নিরিবিলি আল্লাহকে স্মরণ করে। অতঃপর তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়। ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্র পথে ডান হাতে ব্যয় করে, অথচ বাম হাত তা জানতে পারে না।... *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৭০১)*।

(খ) নফল ছিয়াম : নিয়মিত নফল ছিয়াম কর্মীদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার একটি সুন্দর সুন্নাতী তরীকা। প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার কিংবা প্রতি আরবী মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে আইয়ামে বীযের নফল ছিয়াম রাখার অভ্যাস গড়ে উঠলে যেমন অফুরন্ত ছওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়, তেমনি অনেক অজানিত রোগ থেকে আল্লাহ্র রহমতে মুক্ত থাকা যায়। এতদ্ব্যতীত শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম, আশূরার দু'টি ছিয়াম, আরাফার একটি বা দু'টি ছিয়াম প্রভৃতি রাখার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

ই'তিকাফ : ই'তিকাফ তাক্বওয়া অর্জনের অন্যতম বড় মাধ্যম। সংগঠনের কর্মীদের সুযোগ মত রামাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফের অভ্যাস গড়ে তোলা আবশ্যক। ই'তিকাফের মাধ্যমে লায়লাতুল ক্বদর সন্ধানের সুযোগ হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন *(বুঃ মুঃ; মিশকাত হা/২০৯৭)*। ২০ রামাযান সূর্যাস্তের পূর্বে জামে মসজিদে কাপড়ে ঘেরা ই'তিকাফ স্থলে প্রবেশ করবেন এবং ঈদের আগের দিন বাদ মাগরিব বের

হবেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ)*। প্রাকৃতিক প্রয়োজন ব্যতীত ই'তিকাফকারী নিজ বাড়ীতে প্রবেশ করবেন না *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/২১২০)*। 'মহিলাসংস্থা'র কর্মীগণ অভিভাবকের অনুমতি সাপেক্ষে বাড়ীর পাশের জুম'আ মসজিদে ই'তিকাফ করতে পারেন *(ফাৎহুল বারী হা/২০৩৩-এর আলোচনা দ্র.)*। অধিক হারে নফল ইবাদত, তেলাওয়াত ও দো'আ-ইস্তিগফারে লিপ্ত থেকে আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করাই ই'তিকাফের মূল উদ্দেশ্য।

ই'তিকাফ অবস্থায় সর্বদা ছালাত, দো'আ-দরূদ ও কুরআন তেলাওয়াতে রত থাকবেন। নিজের গোনাহ মাফের জন্য আল্লাহ্র নিকট সাধ্যমত কান্নাকাটি করবেন। মসজিদে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করবেন। অতঃপর ই'তিকাফ স্থলে গিয়ে সুন্নাত ও নফল সমূহ আদায় করবেন। জামা'আতের সাথে তারাবীহ পড়ে ই'তিকাফ স্থলে বসে তেলাওয়াতে রত হবেন। শেষ রাতে উঠে টয়লেট সেরে এসে তাহিইয়াতুল ওযূ, তাহিইয়াতুল মাসজিদ, ছালাতুল হাজত, ছালাতুত তওবাহ ইত্যাদি নফল ছালাত দু'রাক'আত করে আদায় করবেন। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত সহ তরজমা ও তাফসীর পাঠ করা এবং হেফয করা যাবে। 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' ও 'তাফসীরুল কুরআন' সর্বদা সাথে রাখবেন।

(গ) আল্লাহ্র পথে ব্যয় : সংগঠনকে প্রদত্ত নিয়মিত মাসিক এয়ানত, বিশেষ ও এককালীন বার্ষিক এয়ানত, বৈঠকী দান এবং অন্যান্য সমাজসেবা মূলক অনুদান আর্থিক নফল ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ বলেন, হে মুমিনগণ! যখন তোমরা রাসূলের সঙ্গে একান্তে কথা বলবে, তখন কথা বলার পূর্বে ছাদাক্বা পেশ কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম ও অধিকতর পবিত্র *(মুজাদালাহ ৫৮/১২)*। সেকারণ যেকোন দ্বীনী বৈঠকে আল্লাহর ওয়াস্তে বৈঠকী দান করা আবশ্যক।

নিয়মিত ছাদাক্বা একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ইবাদত। আল্লাহ বলেন, তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর এবং নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না। তোমরা সৎকর্ম কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন *(বাক্বারাহ ২/১৯৫)*। মুসলমান কখনও কৃপণ হ'তে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কৃপণতা এবং ঈমান কখনো এক হৃদয়ে থাকতে পারে না' *(তিরমিযী হা/১৬৩৩; মিশকাত হা/৩৮২৮)*। 'গ্রহীতার হাত অপেক্ষা দাতার হাত অধিক উত্তম' *(মুত্তাফাক্ব*

'আলাইহ, মিশকাত হা/১৮৪২, ১৮৪৩)। 'যারা হৃদয়ের কার্পণ্য হ'তে মুক্ত, তারাই সফলকাম' *(হাশর ৫৯/৯)*। তাই আমাদের প্রত্যেক কর্মীকে নিয়মিত দান-ছাদাক্বার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। দান করার সময় এ নিয়ত রাখতে হবে যে, এটা আল্লাহকে ঋণ দিচ্ছি। তিনি এর বহুগুণ বদলা দিবেন। কেননা তিনি বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। তোমরা তোমাদের জন্য অগ্রিম যা প্রেরণ করবে, তার বিনিময় আল্লাহ্র নিকট পাবে। বস্তুতঃ সেটাই শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম পুরস্কার।'... *(মুযযাম্মিল ৭৩/২০ আয়াত)*। তিনি বলেন, 'কোন সে ব্যক্তি যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে, অতঃপর তিনি তার বিনিময়ে তাকে বহুগুণ বেশী প্রদান করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহই রূযী সংকুচিত করেন ও প্রশস্ত করেন। আর তাঁরই দিকে তোমরা ফিরে যাবে' *(বাক্বারাহ ২/২৪৫)*। প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা আল্লাহ্র নিকট দো'আ করে বলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি দাতাকে প্রতিদান দাও। আরেকজন বলেন, হে আল্লাহ! তুমি কৃপণকে ধ্বংস কর' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৮৬০)*। অতএব প্রতিদিন বাদ ফজর অথবা দিনের যেকোন সময়ে কিছু দান করা আবশ্যক। এজন্য সংগঠনকে নিয়মিত এয়ানত দেওয়া ছাড়াও অনিয়মিতভাবে যেকোন দানের সুযোগ গ্রহণ করবেন।

(৫) শিক্ষা সফর :

তৃতীয় দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নে শিক্ষা সফর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এর মাধ্যমে পারিপার্শ্বিক জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। নিজের মধ্যে যোগ্যতা সৃষ্টি হয় এবং আন্দোলনের ইমেজ সৃষ্টি হয়। শিক্ষা সফর দু'ধরনের হয়ে থাকে। যথা : (ক) বিভিন্ন শাখা বা যেলা সফর করা (খ) কোন পর্যটন স্পটে শিক্ষামূলক ভ্রমণ করা। এটি যেলা ভিত্তিক হ'তে পারে বা কেন্দ্রীয়ভাবে হ'তে পারে।

(ক) শাখা সফর : ঊর্ধ্বতন শাখার পক্ষ হ'তে অধঃস্তন শাখা বা যেলায় প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান সহ প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা। এতে অধঃস্তন শাখাগুলি চাঙ্গা হয় এবং কর্মীদের মধ্যে কাজের উদ্যম বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া নিজেদের মধ্যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়।

(খ) শিক্ষামূলক ভ্রমণ : মাঝে-মধ্যে কর্মীদের নিয়ে দূরে কোন সুন্দর স্থানে বা পর্যটন স্পটে শিক্ষার উদ্দেশ্যে গমন করা যায়। এতে আল্লাহ্র সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয় এবং দাওয়াতী জাযবা বৃদ্ধি পায়। সফরের সাথে সাথে দাওয়াত

ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এতে নিম্নোক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে।-

(১) সফরে যাওয়ার পথে গুরুত্বপূর্ণ স্থান সমূহে সংগঠনের 'পরিচিতি' বিতরণ করা (২) গন্তব্যে পৌঁছার পর একজন পরিচালকের নেতৃত্বে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ বৈঠক করা। যার শুরুতে অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত। অতঃপর পরিচালক কর্তৃক গন্তব্যস্থল বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বিতরণ ও বর্ণনা এবং পারস্পরিক পরিচিতি অনুষ্ঠান। অতঃপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। যেখানে ক্বিরাআত, আযান, কবিতা আবৃত্তি, আত-তাহরীকের সম্পাদকীয় আবৃত্তি, আল-হেরা ইসলামী জাগরণী, সোনামণি জ্ঞানকোষ-১, ২, কুইজ প্রতিযোগিতা, হিফযুল হাদীছ ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিযোগিতা থাকবে।

(গ) সংক্ষিপ্ত দাওয়াতী সফর : সহজ উপায়ে কর্মীদের চরিত্র গঠন ও আত্মশুদ্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যে এক বা দু'দিনের জন্য নিজ খরচে দাওয়াতী সফর করা। একাধিক কর্মী একত্রে এই সফর করবেন। এর ফলে ইবাদতের অভ্যাস গড়ে ওঠে এবং একত্রে রাত্রি যাপনের ফলে পরস্পরের মধ্যে আন্তরিকতা গভীর হয়। সফরে গিয়ে সেখানকার যুবকদের মসজিদে দাওয়াত দিবেন এবং তাদের সামনে নিম্নোক্ত অনুষ্ঠানসূচী অনুযায়ী আলোচনা করবেন।-

(ক) দরসে কুরআন (খ) দরসে হাদীছ (গ) পাঠচক্র (ঘ) তাহাজ্জুদ ছালাত (ঙ) ফজরের ছালাত। দরসের জন্য 'তাফসীরুল কুরআন' এবং পাঠচক্রের জন্য 'নবীদের কাহিনী' বা ছালাতুর (ছাঃ) অথবা সংগঠনের কোন একটি বই বা 'প্রচারপত্র' থেকে পাঠ করবেন। পরিচালক বইয়ের বিষয়গুলি সাথীদের সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিবেন। দেড় ঘণ্টার মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ করবেন। অতঃপর শেষরাতে সকলে তাহাজ্জুদ পড়বেন। এরপর ফজরের জামা'আত শেষে সালাম দিয়ে দাঁড়িয়ে ১ম দফা কর্মসূচীর (৩) ধারা অনুযায়ী ১০ মিনিট পাঠ করে শুনাবেন। যাতে মসজিদে প্রতিদিন বাদ ফজর এরূপ সংক্ষিপ্ত তা'লীম জারি থাকে, সে বিষয়ে ইমাম ও মুছল্লীদের প্রতি আহ্বান জানাবেন।

(৬) নিয়মিত 'ইহতিসাব' সংরক্ষণ : '

ইহতিসাব' অর্থ আল্লাহ্র নিকট ছওয়াবের আশায় সৎকর্ম করা। এটি কর্মী তৈরীর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। যে কর্মীর রিপোর্ট যত উন্নত হবে, তিনি তত উন্নত মানের কর্মী হ'তে পারবেন। নিয়মিত 'ইহতিসাব' রাখা ও পর্যালোচনার

মাধ্যমে একজন কর্মী তার ঈমান-আমলের হ্রাস-বৃদ্ধি পরখ করতে পারে। এতে সে ক্রমে নিজেকে সংশোধন করে আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রেরণা লাভ করে।

এ সংগঠন স্রেফ জান্নাত লাভের উদ্দেশ্যে মানুষকে আল্লাহ্র পথে আহ্বান জানায়। তার সকল কর্মকাণ্ড আল্লাহ্র নিকট ছওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তারই একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা হ'ল দৈনিক নিয়মিত 'ইহতিসাব' রাখা। 'ইহতিসাব' (اَلْإِحْتِسَابُ) অর্থ আল্লাহ্র নিকটে ছওয়াব কামনা করা। মুমিনগণ তাদের সকল সৎকর্মে স্রেফ আল্লাহ্র নিকটে ছওয়াব ও পুরস্কার কামনা করে। আর ছওয়াব কামনা ব্যতীত আল্লাহ্র নিকটে বান্দার কোন আমলই কবুল হয় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ছিয়াম রাখে ... এবং রাত্রি জাগরণ করে ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় (إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا) তার বিগত সকল গোনাহ মাফ করা হয়...' *(বুঃমুঃ মিশকাত হা/১৯৫৮ 'ছওম' অধ্যায়)*। এতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্র প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও তাঁর নিকট থেকে ছওয়াবের আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত পরকালে কিছুই আশা করা যায় না। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ছালাত কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান কর। আর তোমাদের যে কেউ নিজেদের জন্য অগ্রিম সৎকর্ম প্রেরণ করবে, তোমরা সেটা আল্লাহ্র নিকটে পাবে। সেটাই হ'ল উত্তম ও শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার। আর তোমরা আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(মুযযাম্মিল ৭৩/২০)*। তিনি বলেন, 'কোন সে ব্যক্তি যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে, অতঃপর তিনি তাকে এর বিনিময়ে বহুগুণ বেশী দিবেন! তিনিই সংকুচিত করেন ও প্রশস্ত করেন। আর তাঁর কাছেই তোমরা সকলে ফিরে যাবে' *(বাক্বারাহ ২/২৪৫)*।

পক্ষান্তরে কোন সৎকর্ম যদি 'লোক দেখানো' বা 'শুনানো'-র উদ্দেশ্যে হয় এবং বিশুদ্ধ শরী'আত মোতাবেক না হয়, তাহ'লে সেই আমল নিস্ফল হবে *(বাক্বারাহ ২/২৬৪)*। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, اَلْعَمَلُ بِغَيْرِ إِخْلاَصٍ وَلاَ اقْتِدَاءٍ كَالْمُسَافِرِ يَمْلَأُ جِرَابَهُ رَمْلاً يَثْقُلُهُ وَلاَ يَنْفَعُهُ– 'আল্লাহ্র প্রতি ইখলাছ ও সুন্নাতের অনুসরণ ব্যতীত কোন আমল ঐ পথিকের ন্যায়, যে বালু দিয়ে থলে পূর্ণ করে, যা তাকে ভারী করে। কিন্তু তার কোন উপকার করে না' *(আল-ফাওয়ায়েদ ৪৯ পৃ.)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ছালাত শেষে বলেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার সহজ হিসাব গ্রহণ কর' *(ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/৮৪৯; মিশকাত হা/৫৫৬২)*। ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, তোমরা আল্লাহ্র নিকট হিসাব দেওয়ার আগে নিজেদের হিসাব গ্রহণ কর' *(তিরমিযী হা/২৪৫৯, মওকূফ)*।

অত্র 'ইহতিসাব' রাখার উদ্দেশ্য হ'ল অধিক সৎকর্মের মাধ্যমে অধিক ছওয়াবের আকাঙ্ক্ষা করা এবং দুনিয়ায় জবাবদিহিতার মাধ্যমে আখেরাতে জবাবদিহিতার অনুভূতি তীব্রতর করা।

প্রতি মাসিক কর্মপরিষদ বৈঠকে কর্মীগণ সংশ্লিষ্ট সভাপতিকে নিজ নিজ রিপোর্ট দেখাবেন। যারা লিখতে জানেন না, তারা মৌখিকভাবে এটা পেশ করবেন এবং সভাপতি তা নোট করে নিবেন। সভাপতি নিজ কর্মপরিষদের নিকট প্রথমে তার নিজের রিপোর্ট পেশ করবেন। তিনি কর্মীদের রিপোর্ট পর্যালোচনা করে প্রত্যেকের রিপোর্ট বইয়ে আলাদা আলাদা মন্তব্য লিখবেন অথবা A+ A B C-তে টিক চিহ্ন (√) দিবেন। অতঃপর সকলের উদ্দেশ্যে উপদেশমূলক বক্তব্য রাখবেন।

(৭) আত্মসমালোচনা :

আত্মসমালোচনায় নিজের আয়-রোজগার এবং পরিবারে পর্দা-পুশীদা বিষয়ে চেতনা থাকতে হবে। 'হারাম খাদ্যে পরিপুষ্ট দেহ কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(ছহীহাহ হা/২৬০৯)*। আর পরিবারে বেপর্দায় সমর্থনকারী পুরুষ 'দাইয়ূছ' হিসাবে গণ্য হবে। যে ব্যক্তি কখনোই জান্নাতে প্রবেশ করবে না *(ছহীহাহ হা/১৩৯৭)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী। আর ভুলকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই, যিনি সর্বাধিক তওবাকারী' *(তিরমিযী হা/২৪৯৯; মিশকাত হা/২৩৪১)*। অতএব দৈনিক রাতে শোওয়ার আগে নিজের সারা দিনের কর্ম তালিকা স্মরণ করা ও ভুলগুলো সংশোধনের জন্য তওবা করা অপরিহার্য। বান্দার সাথে সম্পৃক্ত কোন বিষয় থাকলে সেটি তার নিকট থেকে দ্রুত মুক্ত হ'তে হবে। সাথে সাথে আল্লাহ্র নিকট অনুতপ্ত হৃদয়ে তওবা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের সম্মান বা অন্য কিছুতে যুলুম করেছে, সে যেন আজই তার নিকট থেকে উক্ত বিষয়ে মুক্ত হয়, সেদিন আসার পূর্বে, যেদিন তার নিকটে কোন দীনার ও দিরহাম থাকবে না। যদি তার

নিকটে সেদিন কোন সৎকর্ম থাকে, তাহ'লে সেখান থেকে উক্ত যুলুম পরিমাণ কেটে নেওয়া হবে। আর যদি কোন সৎকর্ম না থাকে, তাহ'লে ঐ ব্যক্তির পাপ থেকে নিয়ে তার উপর চাপানো হবে' *(বুখারী হা/২৪৪৯; মিশকাত হা/৫১২৬)*। তিনি বলেন, আমার ক্বলবের উপর মরিচা পড়ে। সেকারণ আমি আল্লাহ্র নিকট দৈনিক একশ' বার করে তওবা-ইস্তেগফার করি *(মুসলিম হা/২৭০২; মিশকাত হা/২৩২৪)*। তিনি আরও বলেন, 'তোমাদের দেহের মধ্যে ঈমান পুরানো হয়ে যায়, যেমন কাপড় পুরানো হয়। অতএব তোমরা আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা কর, যেন তিনি তোমাদের ঈমানকে তাযা করে দেন' *(হাকেম হা/৮৪৬০; ছহীহাহ হা/৮৭)*। আর এজন্যেই আল্লাহ জিব্রীলকে ছাহাবীদের মজলিসে পাঠিয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ইসলাম, ঈমান, ইহসান ও ক্বিয়ামত সম্পর্কে শিক্ষা দেন' *(মুসলিম হা/৮; মিশকাত হা/২)*।

চতুর্থ দফা কর্মসূচী

তাজদীদে মিল্লাত বা সমাজ সংস্কার :

এ দফার করণীয় হ'ল- 'আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বিধান অনুযায়ী সমাজের বুকে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো এবং এর মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সংশোধনের ব্যবস্থা করা'।

এটিই মুসলিম জীবনের প্রধান কর্তব্য। আল্লাহ বলেন যে, 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি; তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানুষকে সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করার জন্য' *(আলে ইমরান ৩/১১০)*।

সমাজের বুক থেকে অন্যায় ও কুসংস্কার দূর করার নামই হ'ল সমাজ সংস্কার। কিন্তু এই অন্যায় ও কুসংস্কারের মাপকাঠি কি?

যুগে যুগে বিভিন্ন মানবরচিত বিভিন্ন ধর্ম, মতবাদ, সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি এবং শাসক সম্প্রদায়ের গৃহীত নীতিমালাকেই ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। আর এসবের বিরোধিতাকেই অন্যায় বা কুসংস্কার বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। অথচ মানুষের রচিত আইন-কানূন অবশ্যই ত্রুটিপূর্ণ হওয়া স্বাভাবিক। আর এসব ত্রুটিপূর্ণ আইন দিয়েই সমাজের ত্রুটি দূর করার ব্যর্থ প্রয়াস চালানো হচ্ছে। কিন্তু মুসলিম হিসাবে একথা আমরা

মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি যে, কেবলমাত্র আল্লাহ্র 'অহি' তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধানই অভ্রান্ত সত্যের একমাত্র উৎস এবং ন্যায়-অন্যায়ের একমাত্র মানদণ্ড। এর বিরোধী যাই-ই হবে, তাই-ই অন্যায় ও কুসংস্কার বলে বিবেচিত হবে। আর তা দূর করার জন্য আমাদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করতে হবে।

সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অন্যায় ও কুসংস্কার বাসা বেঁধে আছে। এর পূর্ণ মূলোৎপাটন সম্ভব না হলেও সাধ্যমত সংস্কারের প্রচেষ্টা চালানো আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। তাই বর্তমান অবস্থায় সমাজ সংস্কারে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দিতে চাই।

(১) শিক্ষা সংস্কার : তরুণদের নৈতিক সংস্কারের পূর্বশর্ত হিসাবে শিক্ষা সংস্কার অপরিহার্য। নৈতিকতা বর্জিত নিছক বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থায় কখনোই সুনাগরিক সৃষ্টি হ'তে পারে না। উচ্চ নৈতিকতা সম্পন্ন, যোগ্য, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক জনশক্তি তৈরী করাই হবে শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য। সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের প্রথম দায়িত্ব হ'ল তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাত ভিত্তিক জাতীয় শিক্ষানীতি নির্ধারণ করা। উক্ত শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য আমাদের মৌলিক কর্মপদ্ধতি সমূহ নিম্নরূপ :

(ক) দেশে প্রচলিত ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বিমুখী ধারাকে সমন্বিত করে কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক একক ও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা এবং সরকারী ও বেসরকারী তথা কিণ্ডার গার্টেন, প্রি-ক্যাডেট, ও-লেভেল ইত্যাদি নামে পুঁজিবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা বাতিল করে বৈষম্যহীন ও সহজলভ্য শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা। (খ) ছেলে ও মেয়েদের পৃথক শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে উভয়ের জন্য উচ্চ শিক্ষা এবং পৃথক কর্মক্ষেত্র ও কর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণ করা (গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাবতীয় দলাদলি ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড নিষিদ্ধ করা এবং প্রয়োজনবোধে সেখানে বয়স, যোগ্যতা ও মেধাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। (ঘ) আক্বীদা বিনষ্টকারী সকলপ্রকার সাহিত্য ও সংস্কৃতি বর্জন করা এবং তদস্থলে ছহীহ আক্বীদা ও আমল ভিত্তিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি চালু করা।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমরা নিম্নোক্ত কার্যক্রম সমূহ গ্রহণ করতে পারি :

(১) যোগ্য ইমাম নিয়োগের মাধ্যমে মসজিদ ভিত্তিক ফুরকানিয়া মক্তব চালু করা (২) 'সোনামণি মাদরাসা' ও বয়স্কদের জন্য 'কুরআন শিক্ষা ক্লাস' চালু

করা (৩) সার্বজনীন শিক্ষা সিলেবাস প্রণয়ন করা (৪) মহিলাদের জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা একই প্রতিষ্ঠানে শিফটিং পদ্ধতি চালু করা (৫) 'দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করে দেশের সকল সমমনা ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একই শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে পরিচালিত করা।

(২) অর্থনৈতিক সংস্কার :

হালাল রূযী ইবাদত কবুলের অন্যতম পূর্বশর্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'হারাম খাদ্যে পরিপুষ্ট দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/১১৫৯; মিশকাত হা/২৭৮৭; ছহীহাহ হা/২৬০৯)*। অথচ সূদ-ঘুষ, জুয়া-লটারী যা ইসলামে হারাম ঘোষিত হয়েছে এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির নোংরা হাতিয়ার হিসাবে যা সর্বযুগে সকল জ্ঞানী মহল কর্তৃক নিন্দিত হয়েছে, ইসলামে নিষিদ্ধ সেই অর্থব্যবস্থা বাংলাদেশে যুগ যুগ ধরে চালু রয়েছে। ফলে মুষ্টিমেয় ধনীদের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত হচ্ছে ও গরীবেরা আরও নিঃস্ব হচ্ছে। যার পরিণতি স্বরূপ সমাজে অশান্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সাথে যোগ হয়েছে দেশী ও বিদেশী পুঁজিবাদী সূদখোর এন.জি.ও সমূহের অপতৎপরতা। যাদের অধিকাংশ দারিদ্র্য বিমোচনের নামে দারিদ্র্য স্থায়ীকরণে কাজ করছে এবং অনেকে সাধারণ জনগণের ঈমান ও নৈতিকতা হরণ করছে। এভাবে দেশটি সর্বদা অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু ও পরমুখাপেক্ষী হয়ে রয়েছে। যা আন্তর্জাতিক সূদীচক্র ও সাম্রাজ্যবাদীদের সুদূরপ্রসারী নীল নকশারই অংশ। উপরোক্ত দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা হ'তে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করার লক্ষ্যে আমাদের কর্মপদ্ধতি সমূহ নিম্নরূপ :

(ক) সকল প্রকারের হারাম উপার্জন হতে বিরত থাকা (খ) যাবতীয় অলসতা, বিলাসিতা ও অপচয় পরিহার করা এবং সর্বদা 'অল্পে তুষ্ট থাকার' ইসলামী নীতির অনুশীলন করা (গ) নির্দিষ্ট ইমারত-এর অধীনে কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল তহবিল সমৃদ্ধ করা এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনা মোতাবেক বায়তুল মালের সংগ্রহ ও বন্টন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা (ঘ) সমাজ কল্যাণমূলক ইসলামী প্রকল্প সমূহ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা (ঙ) অনৈসলামী অর্থব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা এবং দেশের সরকারের নিকটে ইসলামী অর্থব্যবস্থা চালুর জন্য জোর দাবী পেশ করা।

এজন্য প্রত্যেক শাখায় বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠা করে সেখানে এলাকার সকল যাকাত, ওশর, ফিৎরা-কুরবানী ও অন্যান্য দান-ছাদাক্বা জমা করে যাতে সারা

বছর এলাকাবাসীর দুর্যোগ-দুর্দশা তাৎক্ষণিকভাবে মুকাবিলা করা যায় এবং সমাজ কল্যাণে কার্যকর ভূমিকা রাখা যায়, তার ব্যবস্থা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

(৩) নেতৃত্বের সংস্কার :

অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসৎ নেতৃত্ব আজ সমাজ জীবনকে বিষিয়ে তুলেছে। শান্তি প্রিয় সৎ নেতৃত্ব সর্বত্র মুখ লুকিয়েছে। এ অবস্থা সৃষ্টির জন্য পূর্বে বর্ণিত শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক কারণ দু'টি ছাড়াও নিম্নোক্ত বিষয়গুলিকে আমরা মৌলিক কারণ হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি :

(ক) সরকারী ও বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং হরতাল, ধর্মঘট ও মিছিলের যথেচ্ছ ব্যবহার (খ) দল ও প্রার্থী ভিত্তিক নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা (গ) সৎ ও অসৎ সকলের ভোটের মূল্য ও নির্বাচনের অধিকার সমান গণ্য করা (ঘ) দলীয় প্রশাসন, দুর্নীতিগ্রস্ত আমলাতন্ত্র এবং বিচার ব্যবস্থা।

এক্ষণে নেতৃত্ব সংস্কারের লক্ষ্যে জাতির নিকটে আমাদের প্রস্তাবসমূহ নিম্নরূপ :

(ক) সর্বত্র ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন নীতি অনুসরণ করা এবং ইমারত ও শূরা পদ্ধতি অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করা (খ) আল্লাহকে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হিসাবে ঘোষণা করা এবং তাঁর প্রেরিত সর্বশেষ 'অহি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে রাষ্ট্রীয় আইনের মূল ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা (গ) স্বাধীন ও ইসলামী বিচার ব্যবস্থা চালু করা।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এদেশে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিজয় ও বাস্ত বায়ন দেখতে চায়। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তরীকা অনুযায়ী 'ইমারত ও বায়'আতে'র মাধ্যমে পূর্ণ ইখলাছের সাথে দাওয়াত ও জিহাদের কর্মসূচী নিয়ে জামা'আতবদ্ধভাবে এগিয়ে যেতে চায়। যাতে দেশে আল্লাহ্র রহমত নেমে আসে এবং একটি শান্তিময় ও সমৃদ্ধিশালী দেশ হিসাবে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে আদর্শ খেলাফত রাষ্ট্র হিসাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। এজন্য আমরা বর্তমানে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করতে পারি।-

(ক) প্রচলিত অনৈসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা থেকে দূরে থাকা।

(খ) 'ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ'- নীতির অনুশীলন করা।

(গ) ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো।

নিম্নে প্রত্যেকটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হ'ল।-

(ক) প্রচলিত অনৈসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা থেকে দূরে থাকা : সমাজে যাবতীয় অশান্তি ও হিংসা-হানাহানির অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল প্রচলিত দল ও প্রার্থী ভিত্তিক নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা। যেখানেই নির্বাচন সেখানেই গ্রুপিং ও হানাহানি। সেই সাথে রয়েছে ভোটের নামে প্রহসন। সেকারণ বিবেকবান নাগরিকগণ ইতিমধ্যেই এই ব্যবস্থার প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েছেন। এই ব্যবস্থা ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন নীতির ঘোর বিরোধী। সে কারণ সংগঠনের কর্মীদের এই নোংরা নীতি থেকে দূরে থাকতে হবে এবং মানুষকে ইসলামী ইমারত ও শূরা পদ্ধতির কল্যাণকারিতা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে।

(খ) ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ : মুমিনগণ কখনই অন্যায়-অত্যাচার বরদাশত করতে পারে না। তাই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চলমান যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে জাতীয় গণমাধ্যমসমূহে ও পত্র-পত্রিকায় আমাদেরকে ন্যায়ের পক্ষে দিকনির্দেশনামূলক বিবৃতি প্রদান করতে হবে। ন্যায়ের পক্ষে কথা বলা ও কলম ধরা নিঃসন্দেহে জিহাদের পর্যায়ভুক্ত। কাজেই বক্তব্য ও লেখনীর মাধ্যমে আমাদেরকে উক্ত দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে।

সাথে সাথে যখনই সমাজে কোন অন্যায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে, তখনই আমাদেরকে তার প্রতিবাদ করতে হবে, নিশ্চুপ থাকা যাবে না। কোনরূপ সহিংসতায় জড়িত হওয়া যাবে না এবং জনগণের জান-মালের ক্ষতি করা যাবে না। মোটকথা স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ঈমানী দায়িত্ব আমাদের পালন করে যেতে হবে।

(গ) ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ : অপসংস্কৃতির করালগ্রাস হ'তে মুক্তি পেতে হলে আমাদেরকে ঘরে-বাইরে সর্বস্তরে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে হবে। ইসলামী কবিতা, জাগরণী ও বক্তব্য সম্বলিত সিডি প্রকাশ করতে হবে এবং সর্বত্র 'আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী' গড়ে তুলতে হবে। সাথে সাথে আমাদের গৃহগুলিকে ছবি-মূর্তি, গান-বাজনা, বেহায়াপনা প্রভৃতি থেকে মুক্ত রাখতে হবে। সাথে সাথে সকলপ্রকার অনৈসলামী অনুষ্ঠান হ'তে বিরত থাকতে হবে।

আল্লাহ আমাদেরকে তাওহীদে ইবাদতের আলোকে সমাজ পরিবর্তনে অবদান রাখার তাওফীক দান করুন- আমীন!

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বই

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৬ষ্ঠ সংস্করণ (২৫/=)। **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=)। **৩.** আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস)। ২০০/= **৪.** ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ (১০০/=)। **৫.** ঐ, ইংরেজী (২০০/=)। **৬.** নবীদের কাহিনী-১, ২য় সংস্করণ (১২০/=)। **৭.** নবীদের কাহিনী-২ (১০০/=)। **৮.** নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ] ৪৫০/=। **৯.** তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৩য় মুদ্রণ (৩০০/=)। **১০.** ফিরক্বা নাজিয়াহ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১১.** ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **১২.** সমাজ বিপ্লবের ধারা, ৩য় সংস্করণ (১২/=)। **১৩.** তিনটি মতবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৪.** জিহাদ ও ক্বিতাল, ২য় সংস্করণ (৩৫/=)। **১৫.** হাদীছের প্রামাণিকতা, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **১৬.** ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৭.** জীবন দর্শন, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৮.** দিগদর্শন-১ (৮০/=)। **১৯.** দিগদর্শন-২ (১০০/=)। **২০.** দাওয়াত ও জিহাদ, ৩য় সংস্করণ (১৫/=)। **২১.** আরবী ক্বায়েদা (১ম ভাগ) (২৫/=)। **২২.** ঐ, (২য় ভাগ) (৪০/=)। **২৩.** ঐ, (৩য় ভাগ) তাজবীদ শিক্ষা (৪০/=)। **২৪.** আক্বীদা ইসলামিয়াহ, ৪র্থ প্রকাশ (১০/=)। **২৫.** মীলাদ প্রসঙ্গ, ৫ম সংস্করণ (১০/=)। **২৬.** শবেবরাত, ৪র্থ সংস্করণ (১৫/=)। **২৭.** আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, ২য় প্রকাশ (২০/=)। **২৮.** উদাত্ত আহ্বান (১০/=)। **২৯.** নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা, ২য় সংস্করণ (১০/=)। **৩০.** মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, ৫ম সংস্করণ (২০/=)। **৩১.** তালাক ও তাহলীল, ৩য় সংস্করণ (২৫/=)। **৩২.** হজ্জ ও ওমরাহ (৩০/=)। **৩৩.** ইনসানে কামেল, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **৩৪.** ছবি ও মূর্তি, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৩৫.** হিংসা ও অহংকার (৩০/=)। **৩৬.** বিদ‘আত হ’তে সাবধান, অনু: (আরবী) -শায়খ বিন বায (২০/=)। **৩৭.** নয়টি প্রশ্নের উত্তর, অনু: (আরবী)-শায়খ আলবানী (১৫/=)। **৩৮.** সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি অনু: (আরবী)-আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (৩৫/=)। **৩৯.** জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ এবং চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব (১৫/=)। **৪০.** ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়?, ২য় প্রকাশ (১৫/=)। **৪১.** মাল ও মর্যাদার লোভ (১৫/=)। **৪২.** মানবিক মূল্যবোধ, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৪৩.** কুরআন অনুধাবন (২৫/=)। **৪৪.** বায়‘এ মুআজ্জাল (২০/=)। **৪৫.** মৃত্যুকে স্মরণ (২৫/=)। **৪৬.** সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী (২৫/=)। **৪৭.** আরব বিশ্বে ইস্রাঈলের আগ্রাসী নীল নকশা, অনু: (ইংরেজী) -মাহমূদ শীছ খাত্ত্বাব (৪০/=)। **৪৮.** অছিয়ত নামা, অনু: (ফার্সী) -শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) (২৫/=)। **৪৯.** ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৫০.** শিক্ষা ব্যবস্থা : প্রস্তাবনা সমূহ (৩০/=)। **৫১.** তাফসীরুল কুরআন ২৬-২৮ পারা (৩৫০/=)। **৫২.** তাফসীরুল কুরআন ২৯তম পারা (১৪০/=)

লেখক : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ১. ছহীহ কিতাবুদ দো‘আ, ৩য় সংস্করণ (৩৫/=)। **২.** সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি (৪০/=)।

লেখক : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ১. ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (৩০/=)। **২.** মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (৩০/=)। **৩.** ধর্মে বাড়াবাড়ি, অনু: (উর্দূ) -আব্দুল গাফফার হাসান (১৮/=)। **৪.** ইসলামী পরিবার গঠনের উপায় (৪০/=)। **৫.** মুমিন কিভাবে দিন-রাত অতিবাহিত করবে (৩৫/=)। **৬.** ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার (২৫/=)। **৭.** আত্মীয়তার সম্পর্ক (২৫/=)।

লেখক : নূরুল ইসলাম ১. ইহসান ইলাহী যহীর (৩০/=)। ২. শারঈ ইমারত, অনু: (উর্দূ) ২০/=। ৩. এক নযরে আহলেহাদীছদের আক্বীদা ও আমল, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (২৫/=)।

অনুবাদক : আহমাদুল্লাহ ১. আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৫০/=)। **২.** যুবকদের কিছু সমস্যা, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **৩.** ইসলামে তাক্বলীদের বিধান, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৩০/=)।

অনুবাদক : তানযীলুর রহমান ১. আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ পর্যালোচনা, অনু: (উর্দূ) -মাওলানা আবু যায়েদ যমীর (৩০/=)।

গবেষণা বিভাগ হা.ফা.বা. ১. হাদীছের গল্প (২৫/=)। **২.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান (৫০/=)। **৩.** জীবনের সফরসূচী (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৪.** ছালাতের পর পঠিতব্য দো‘আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৫.** দৈনন্দিন পঠিতব্য দো‘আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=।

প্রচার বিভাগ : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ ১. জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’-এর ভূমিকা (২৫/=)। **এছাড়াও রয়েছে প্রচারপত্র সমূহ।**